CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 April, 2024 ■ আগরতলা ২৯ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১৬ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-১

কর্ণাটকের দুটি জনসভা থেকে মোদীর আক্রমণ

মিথ্যাচার করে দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে কংগ্রেস

বেলাগাভি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) ।। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, রবিবার কর্ণাটকের বেলাগাভি, উত্তরা কন্নড় এবং দাভাঙ্গেরে আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, কংগ্রেসের বিভাজনকারী মানসিকতার জন্য এবং রাজা ও মহারাজাদের সম্পর্কে তার অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করার জন্য রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করেন। এই কর্মসূচিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি এস ইয়েদিউরপ্পা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও হাভেরির প্রার্থী শ্রী বাসভরাজ বোমাই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ধারওয়াড়ের প্রার্থী শ্রী প্রহ্লাদ জোশী, বেলগাভির প্রার্থী শ্রী জগদীশ শেত্তার, চিক্কোড়ির প্রার্থী শ্রী আন্না সাহেব শঙ্কর জোলে, উত্তর কন্নড়ের প্রার্থী শ্রী বিশ্বেশ্বর হেগড়ে। কাগেরি, দাভাঙ্গেরের প্রার্থী শ্রীমতি গায়ত্রী সিদ্দেশ্বরা এবং অন্যান্য নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মোদীজি বলেন, যে আমরা সকলেই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং ভগবান বসবেশ্বরে বিশ্বাসী মানুষ। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ একটি শক্তিশালী ভারত গড়তে সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। ভগবান বসবেশ্বর অনুভব মন্ডপম থেকে গণতন্ত্রের পথ দেখিয়েছিলেন। গত ১০ বছরে ভারত শক্তিশালী হয়েছে এবং দেশের মানুষ এতে গর্বিত। আজ ভারত গণতন্ত্রের মা হিসেবে স্বীকৃত। গত ১০ বছরে, ভারতের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে এসেছে, যা প্রতিটি দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। ভারতের উন্নতি হলে প্রত্যেক ভারতীয় খুশি হয়, কিন্তু কংগ্রেস দেশের স্বার্থ থেকে এতটাই দূরে, পরিবারের স্বার্থে এতটাই জড়িয়ে পড়েছে যে দেশের সাফল্য পছন্দ করে না। কংগ্রেসও এইচএএল নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়। কংগ্রেসও করোনার সময় ভারতে তৈরি ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল এবং এর নাম দিয়েছিল বিজেপি ভ্যাকসিন। এখন কংগ্রেস ভারতের প্রতিটি সাফল্যে লজ্জিত। আজ, কংগ্রেস ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং সারা বিশ্বে ভারতের গণতন্ত্রকে হেয় করার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস এর তার পুরো গোষ্ঠীকে কড়া জবাব দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কার নির্দেশে দেশের জন্য ক্ষতিকর মিথ্যা কথা প্রচার করে কংগ্রেস জনগণের আস্থা ভাঙছে? গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যাচার করে দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের উচিত গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কংগ্রেসের দলাদলি শীঘ্রই জনগণের কাছে প্রকাশ হতে চলেছে এবং সমস্ত দলগুলিকে পরাজয়ের জন্য একে অপরকে দোষারোপ করতে দেখা যাবে। দেশের ২৮০ কোটি চোখ গত ১০ বছর ধরে মোদীকে দেখে ঠিক কী, ভুল কী সেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং আজ এই চোখ জানে যে আজকের মোদীই সেই মোদী যিনি জনগণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। দেশবাসীর কাছে এটাই মোদীর গ্যারান্টি যে তিনি কখনই ক্লান্ত হবেন না, তিনি কখনও থামবেন না এবং তিনি কখনও মাথা নত করবেন না। খারাপ নীতির কারণে কংগ্রেস কর্ণাটকের যুবক ও মহিলাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ইন্ডি জোটের কাছে দেশ পরিচালনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি-বিজেডির সমঝোতা হয়ে গিয়েছে ঃ রাহুল গান্ধী

কেন্দ্রপাড়া, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) ।। রবিবার ওড়িশায় নির্বাচনী প্রচারে এসে একযোগে বিজেপি এবং বিজেডিকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

তিনি বলেন, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এই দুজন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে কিন্তু আসলে এদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েককে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, বাইরে থেকে তিনি দেখানোর চেষ্টা করছেন যেন তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে কাজ করছেন। কিন্তু আসলে তিনি বিজেপির কথামত কাজ করছেন। এখানকার মানুষদের বোকা বানিয়ে লুঠ করছে এই দুই দল।

পূর্ব আসনে মোট ভোট পড়েছে ৮০.৩৬ বেশি ভোট খোয়াই, কম কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। গত ২৬ এপ্রিল সম্পূর্ণ হয়েছে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট দান পর্ব। এই লোকসভা আসনে মোট ভোট পড়েছে ৮০. ৩৬ শতাংশ। এই লোকসভা আসনের আওতায় মোট ৩ টি বিধানসভা এলাকার ছিল।

পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৬১ জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ২ হাজার ৫১১ জন, মহিলা ভোটার রয়েছে ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৩৭ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১৩ জন। যার মধ্যে ভোট দান করেছেন মোট ১১ লক্ষ ২২ হাজার ৪২৪ জন ভোটার। ভোটদানকারী মহিলা ভোটারের সংখ্যা পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৪ জন, পুরুষ ভোটারের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৮৬ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৪ জন।

পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে ৪৬.৯২ শতাংশ। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ৪৩৩০৭ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২১৬৩৭, মহিলা ভোটার ২১৬৭০ জন। এই লোকসভা নির্বাচনে ভোট দান করেছেন মোট ৩৭৬৪৩ ভোটার, যার মধ্যে মহিলা ভোটার রয়েছেন ১৮৬০২জন, এবং পুরুষ ভোটার ১৯০৪১জন।

পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনে সবথেকে কম ভোট প্রদান করা হয়েছে কাঞ্চনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে মোট ৭২.৪১ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫২ ৬৭২ জন। তার মধ্যে ভোট প্রদান করেছেন ৩৮১৪০ জন। এই কেন্দ্রে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ২৬৫২৭ জন, যার মধ্যে ভোট দান করেছেন ১৯৭৪৪ জন, মহিলা ভোটার রয়েছেন ২৬১৪৪ জন, যার মধ্যে ভোট দান করেছেন ১৮৩৯৬ জন। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ১৩ জন। তবে ভোট দান করেছেন মাত্র চারজন।

আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার লড়াই করবে কংগ্রেস ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনে নির্বাচন। এই নির্বাচনে সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী এবং কংগ্রেস মনোনীত ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীকে সমর্থন করেছেন আদিবাসী কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের আদিবাসী কংগ্রেসের এক বৈঠকে এমনটাই জানালেন নেতৃত্বরা।

এ দিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, কংগ্রেস বিধায়ক সুদিপ রায় বর্মন সহ আদিবাসী কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃত্বরা। এই বৈঠকে লোকসভা নির্বাচন এবং বর্তমানে কংগ্রেসের যাবতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এদিনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তীব্র দাবদাহ, স্কুলের ছুটি ১ জুন পর্যন্ত বাড়লো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। গত ২৪ এপ্রিল ২০২৪ থেকে ২৭ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত সমস্ত সরকারি, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও এডিসির বিদ্যালয়ে গুলি বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছিল শিক্ষা দপ্তর। এবারে এই ছুটি বৃদ্ধি করে ১ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আগামী ১ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ২৭ তারিখ পর্যন্ত তীব্র গরমের কারণে যে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল সেটিকে বর্ধিত করে ২৯.০৪.২৪ থেকে ০১.৫.২৪ পর্যন্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে আবহাওয়ার সর্তকতা জারি করা হয়েছে। এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সর্বাধিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি লক্ষ্য করা যেতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। এই সময়ে রাজ্যবাসীকে নিজেদের শরীরের প্রতি যত্নবান হতে আহবানও করা হয়েছে।সেই দিকে নজর রেখে তীব্র গরমে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া নিয়ে অনেক অভিভাবকরা এই চিন্তায় ছিলেন। সেই দিক বিবেচনা করে এবার রাজ্য সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের এই তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে রক্ষা করতে ছুটি ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিভাবক মহল

চম্পকনগর গুলিকান্ডে ধৃত এক, উদ্ধার কার্তুজ ও পিস্তল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। চম্পকনগরে চিরঞ্জীব দেবনাথের বাড়িতে হামলা ও গুলি কান্ডের ঘটনায় পুলিশ এক ব্যক্তিকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। চম্পকনগরগুলি কাণ্ডে গ্রেপ্তার যুবকের নাম রবীন্দ্র দেববর্মা, তার বাড়ি খুমলুং। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুইটি ম্যাগাজিন, তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ সহ পিস্তল উদ্ধার করে চম্পকনগর থানার পুলিশ।

জিরানিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন, গড়িয়া পূজার দিন ধৃত রবীন্দ্র দেববর্মা তার তিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চম্পকনগর এর বাসিন্দা চিরঞ্জীব দেবনাথের বাড়িতে যায়। কিছু একটা বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে প্রথমে বচসা ,এরপর মারধোর শুরু হয় ।চিরঞ্জীবের বাড়ির লোকের চিৎকার চেঁচামেচিতে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে রবীন্দ্র দেববর্মা পিস্তল বের করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাতের আধারে দোকানে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ এপ্রিল ।। কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে দক্ষিণ কালিপুর ১৪নং ওয়ার্ড এলাকায় এক ব্যক্তির দোকানে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা সিন্টু সরকার বিগত কয়েক বছর ধরে ওই এলাকায় একটি মুদির দোকান দিয়ে আসছেন।

রবিবার সকালবেলা উনার এক নিকট আত্মীয় উনাকে ডেকে বলেন যে কে বা কারা শনিবার গভীররাতে তার দোকানে আগুন লাগিয়েছে। পাশাপাশি দোকানের সামনে দুটি বোতল পাওয়া যায়। যার মধ্যে কেরোসিন ও পেট্রোল রয়েছে। এমনকি দোকানের সামনের দিক আগুনে কিছুটা পুড়ে যায়। এরপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লামডিং বদরপুর লাইনে ধ্বস বাতিল ট্রেন

হাফলং (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) ।। লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে হারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০/৭ কিলোমিটার এলাকায় রেলওয়ে ট্যাস কের মাটি ধসে যাওয়ায় পাহাড় লাইনে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়ে উঠলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শুধু দূরপাল্লার ট্রেন চালাচ্ছে। কিন্তু আগামীকাল ২৯ এবং ৩০ এপ্রিল শিলচর থেকে কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেনের যাত্রা বাতিল করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।

২৯ এপ্রিল ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস শিলচর থেকে যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস ২৯ এপ্রিল গুয়াহাটি থেকে যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ২৯ এপ্রিল ০৫৬৩৮ শিলচর-নাহরলগুন স্পেশাল ট্রেনের যাত্রা শিলচর থেকে বাতিল করা হয়েছে। ৩০ এপ্রিল ০৫৬৩৭ নাহরলগুন ট্রেনের যাত্রা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরমে জলকষ্ট ও বিদ্যুতের অভাবে পথ অবরোধ কৈলাসহরবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ এপ্রিল ।। কৈলাসহর মহকুমা জুড়ে জলকষ্ট চরম আকার ধারণ করেছে। ২৬ তারিখ রাতে কালবৈশাখীর ঝড় তুফানে বিদ্যুৎ বিপর্যয় নেমে আসে গোটা শহর জুড়ে। তারপর থেকে যেমন ঘরে ঘরে জল নেই, তেমনি নেই বিদ্যুৎ। জল বিদ্যুতের জন্য হাহাকার চলছে গোটা শহরে। এদিকে বিদ্যুতের জন্য দফায় দফায় সাঁই কোম্পানীর অফিসে হামলা চালায় জনতা। টিলাবাজার ও ডলুগাও বিদ্যুতের সেক্টর অফিসেও হামলা করে জনগন।

কিন্তু সংবাদ সূত্রে জানায় যে, আগামীকালের আগে বিদ্যুৎ চালু করা সম্ভব নয় বলে সাঁই কোম্পানী জানিয়েছে। উল্লেখ্য কালবৈশাখীর ঝড়ে বহুবিদ্যুতের খুঁটি বাঁকা হয়ে গেছে এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে। এগুলো সারাই করতে বিদ্যুৎ নিগমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা হিমশিম খাচ্ছেন। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ফলে একদিকে যেমন মানুষের বাড়ি ঘরে বিদ্যুৎ নেই, ঠিক তেমনি বিদ্যুতের অভাবে পানীয় জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে আরো কয়েকদিন সময় লেগে যেতে পারে। তবে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ফলে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়লেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছেলের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দ্বারস্থ জন্মদাত্রী মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন জন্মদায়ী মা। মাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে ছেলে এমনই অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিযুক্ত ছেলের নাম রাহুল দেবনাথ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় পূর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত যোগেন্দ্রনগর নবোদয় পাড়া এলাকার বাসিন্দা হেমেন্দ্র দেবনাথের মৃত্যুর পর তার ছেলে রাহুল দেবনাথ মা অঞ্জু রানী দেবনাথের উপর প্রায়শ অত্যাচার চালায়। ওনার অভিযোগ সমস্ত সম্পত্তি রাহুলের নামে লিখে দেওয়ার জন্যই সেই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করছে। দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর আগে তার পিতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৯৭ ▫ ২৯ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ১৫ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কন্যা সন্তান সুরক্ষিত রাখিতে হইবে

সমাজে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে সমতা বজায় রাখিতে হইবে। কেননা
আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনো মেয়েরা নানা দিক দিয়া বঞ্চিত, অবহেলিত। অনাদরে অবহেলায় বহু কন্যা সন্তান হারাইয়া যাইতেছে। ভ্রূণ হত্যা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইলেও নানা কৌশলে কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। তাহার বড় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সমাজের একটি অংশ তাহাদের প্রতি অবহেলা চালাইয়া যাইতেছে। কন্যা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই অনিহা পরিলক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে পৌনে তিন লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ ২০১৮ সাল থেকে। এই পরিসংখ্যান চমকাইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লোকসভায় এক পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরেন। সেখানে তিনি কত শিশু নিখোঁজ, কতজনকে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার পরিসংখ্যান দেন।স্মৃতি ইরানির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে ২.৭৫ লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২.৪ লক্ষেরও বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি লোকসভায় জানান, কর্নাটকে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রহিয়াছে। নিখোঁজদের মধ্যে ২.১২ লক্ষেরও বেশি শিশু ছিল মেয়ে, যাহা ছেলেদের সংখ্যা ৬২ হাজারের সাড়ে তিনগুণেরও বেশি। কর্নাটকে ২৭ হাজারেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। লোকসভায় হিসাবে বিজেপি সাংসদ ব্রিজেন্দ্র সিং যে পরিসংখ্যান দেন, তাহা হইল-২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে নিখোঁজ হওয়া শিশুর সংখ্যা। মোট নিখোঁজ শিশুদের সংখ্যা ছিল ২,৭৫,১২৫ জন। তাহার মধ্যে ২,১২,৮২৫ জন মেয়ে। ৬২,৬৩৭ জন ছেলে। শীর্ষে আছে মধ্যপ্রদেশ। এখানে ৬১,১০২ জন নিখোঁজ শিশু। তাহার মধ্যে ৪৯,০২৪ জন মেয়ে ও ১২,০৭৫ জন ছেলে নিখোঁজ। এর পরে রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে ৪৯,১২৯ জন নিখোঁজ শিশু রহিয়াছে। যাহার মধ্যে ৪১,৮০৮ জন নিখোঁজ মেয়ে এবং ৭,৩১১ জন নিখোঁজ ছেলে রহিয়াছে। কর্নাটকে ২৭,৫৩৮ জন নিখোঁজ, তালিকায় তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার রাজ্য। নিখোঁজদের মধ্যে ১৮,৮৯৩ জন মেয়ে এবং ৮,৬৩২ জন ছেলে নিখোঁজ হইয়াছে।' তাহাদের মধ্যে পুনরুদ্ধারে এগিয়ে মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশে ৫৬,৯৬২ জন শিশু উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৫,১০৮ জন মেয়ে এবং ১১,৮৫০ জন ছেলে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৫,৬৩৪ পুনরুদ্ধারের মধ্যে ৩৫,৮০২ জন মেয়ে এবং ৯৮১১ জন ছেলে রহিয়াছে। আর কর্নাটরে ২১,৮১৭ জন পুনরুদ্ধারের মধ্যে ১৪,৬৪৯ জন ছেলে এবং ৭১৬৩ মেয়ে রহিয়াছে। ট্র্যাকচাইল্ড নামে একটি পোর্টাল রহিয়াছে। সেখানে ''খোয়া-পায়া'' নামে একটি মডিউল রহিয়াছে। সেখানে যেকোন নাগরিক নিখোঁজ বা খোঁজ পাওয়া শিশুদের রিপোর্ট করিতে পারেন। গত বছরের জুনে, মন্ত্রক মিশন বাৎসল্যের অধীনে শিশুদের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাগুলিকে এক জায়গায় নিয়া আসিয়া চারটি পোর্টাল চালু করিয়াছে।নিখোঁজ শিশুদের জন্য ট্র্যাকচাইল্ড, শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য কেয়ারিং, স্কিমটি পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিপিএস পোর্টাল এবং নিখোঁজ শিশুদের নাগরিক-কেন্দ্রিক আবেদনের জন্য খোয়া-পায়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। ট্র্যাকচাইল্ড পোর্টালটিতে স্বরাষ্ট্র ও রেলমন্ত্রকের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, শিশু কল্যাণ কমিটি, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে।

রবিবারও তাপপ্রবাহ জারি বঙ্গে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৪১ ডিগ্রিতে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৪১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। রবিবার দিনভর অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে কলকাতায়। আপাতত কলকাতায় বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলায় রয়েছে তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম-সহ অন্যান্য জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য দুই জেলা ছাড়া বাকি সব জেলাতেই গরম ও অস্বস্তি চরমে। রবিবার দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে বৃষ্টিপাত হলেও অস্বস্তি বাড়বে।

ওয়েস্ট হামের কাছে পয়েন্ট হারিয়ে লিভারপুলের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন প্রায় ধূলিসাৎ

লিভারপুল, ২৮ এপ্রিল(হি.স.): আগের ম্যাচে এভারটনের কাছে হেরে শিরোপা-দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল লিভারপুল। এবার ইয়ুর্গেন ক্লপের দল পয়েন্ট খুইয়েছে ওয়েস্ট হামের মাঠেও। শনিবার সন্ধ্যায় লন্ডন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট হামের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে লিভারপুল। আর তাতে লিভারপুলের শিরোপা-স্বপ্ন প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

পরপর দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট হারিয়ে লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ৩৫ ম্যাচে ৭৫, তিন নম্বরে আছে তারা। দুই ম্যাচ কম খেলে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। আর আর্সেনাল শীর্ষে আছে ৩৪ ম্যাচে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে।

চলতি মরসুমে লিভারপুলের দুবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল ওয়েস্ট হামের সঙ্গে। লিগের ম্যাচে জয় ছিল ৩-১ গোলে আর লিগ কাপে জয় ছিল ৫-১ ব্যবধানে। সেই দলের সঙ্গে খেলা থাকলো অমীমাংসিত।

বার্নলের বিপক্ষে পয়েন্ট হারিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নেমে গেল ৬ নম্বরে

ওল্ড ট্রাফোড, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার বার্নলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এগিয়ে গিয়েও তারা ড্র করলো কোচ এরিক টেনের দল। আগের ম্যাচে শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে দাপট দেখিয়ে জয় পেলেও পয়েন্ট হারাতে হল বার্নলের সঙ্গে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। ৭৯ মিনিটে অ্যান্টনির গোলে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। কিন্তু ৮৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে বার্নলেকে সমতায় ফেরান জেকি আমদৌনি।

এই ড্রয়ের ফলে ৩৪ ম্যাচ শেষে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ৬ নম্বরে চলে গেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর পাঁচে থাকা টটেনহ্যামের ৩২ ম্যাচে পয়েন্ট ৬০। বার্নলে ৩৫ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে অবনমনের তালিকায়।

বিশ্বের উষ্ণতম ১০ স্থান ডেথ ভ্যালি থেকে সাহারা

বেশ কিছু দিন ধরেই দেশের ওপর দিয়ে বয়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। দিনের বেলায় তাপমাত্রা ওঠানামা করছে ৩৮ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে মানুষ সূর্যের তাপেই ভাজছে ডিম। কোথাও আবার পিচঢালা রাস্তা গলে যাচ্ছে। দেশের এই তাপমাত্রায়ই আপনার এ অবস্থা, তাহলে একবার ভাবুন তো, এমন কোথাও কি আপনি যেতে চাইবেন, যেখানকার সাধারণ তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। আসুন জেনে নিই বিশ্বের উষ্ণতম স্থানগুলো সম্পর্কে। লিখেছেন মো. ইসফাকুল কবির।

ডেথ ভ্যালি, যুক্তরাষ্ট্র

উষ্ণতম স্থানের তালিকায় প্রথমেই আছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের ডেথ ভ্যালি নামে পরিচিত স্থানটি। জায়গাটি পরিচিত তার শুষ্ক ও রুক্ষ পরিবেশের জন্য। বলা হয়, এ অঞ্চলে রেকর্ড করা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গ্রীষ্মকালে এর গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মজার বিষয় হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের শুষ্কতম স্থান হওয়া সত্ত্বেও জায়গাটিতে এখনো ২৪ জন মানুষ বসবাস করছে।

কেবিলি, তিউনিসিয়া

কেবিলি উত্তর আফ্রিকার অন্যতম পুরোনো মরূদ্যান। তারপরও দীর্ঘদিন ধরে সেখানে মানুষ বসবাস করে আসছে। এই কেবিলিতেই দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। গ্রীষ্মকালে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে এর গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতে সেটি কমে দাঁড়ায় ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। মরুর বুকে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও সেখানে প্রায় ১ লাখ ৫৬ হাজার মানুষ বসবাস করে।

মিত্রিবাহ, কুয়েত

২০১৬ সালের জুলাই মাসে কুয়েতের মিত্রিবাহের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৫৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা কিনা পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত তাপমাত্রা এবং এশিয়ায় এখন পর্যন্ত এটাই সর্বোচ্চ। জুলাই মাসে এখানকার গড় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। তাই এখানকার মানুষ দিনের মধ্যভাগে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ভবনে থাকার চেষ্টা করে।

আজিজিয়া, লিবিয়া

আজিজিয়া লিবিয়ার একটি ছোট শহর। এখানকার জলবায়ু উষ্ণ ও অর্ধশুষ্ক। দীর্ঘকাল ধরে স্থানটিকে পৃথিবীতে রেকর্ডকৃত সবচেয়ে উষ্ণতম জায়গা বলে বিবেচনা করা হতো। তবে ২০১২ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা জানায়, ১৯২২ সালে রেকর্ড করা ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস আসলে একটি ভুল ছিল। কারণ হিসেবে তারা জানায়, ডেটা রেকর্ড করা ব্যক্তির অনভিজ্ঞতার কারণেই এমনটি হয়েছিল। তবু গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে এখানকার নিয়মিত তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। যার ফলে অঞ্চলটিতে বসবাস করা ২৪ হাজার বাসিন্দা দিনের মাঝামাঝি সময়ে ঘরের ভেতরে থাকার চেষ্টা করে।

তুরবান, পাকিস্তান

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের এই শহরে রেকর্ডকৃত ৫৩ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন পর্যন্ত পৃথিবীর চতুর্থ উষ্ণতম স্থান। জুলাই মাসে এই স্থানের গড় তাপমাত্রা থাকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ডালোল, ইথিওপিয়া

আফ্রিকার এ অঞ্চল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত। জনবসতিপূর্ণ স্থানগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রার রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছে ডালোল। এখানকার গড় তাপমাত্রা ৩৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিনের কোনো অংশে তা ৪১ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছায়। ডলোল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রান্তিক স্থানগুলোর মধ্যে একটি। তাই এখানে যেতে চাইলে আপনাকে গাধার পিঠে উঠতে হবে।

সাহারা মরুভূমি

আফ্রিকা মহাদেশের এই মরুভূমি বিশ্বের বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত। আফ্রিকার প্রায় অধিকাংশ জায়গাই সাহারা তার নিজের দখলে রেখেছে। পৃথিবীর যেকোনো স্থানের চেয়ে সাহারায় জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। এই মরুভূমিতে বৃষ্টি নেই বললেই চলে। তাই সব সময় এই অঞ্চল রৌদ্রোজ্জ্বল ও শুষ্ক হয়ে থাকে। অঞ্চলটির আকাশে মেঘের অনুপস্থিতি থাকায় সূর্যের তীব্র আলো সরাসরি মরুভূমির বুকে পড়ে। সেই তাপের বিকিরণের ফলে অঞ্চলটি আরও বেশি তাপের অধিকারী হয়ে ওঠে। তাই অনেক সময় সাহারার বালুর তাপমাত্রা ৮৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। দাশত-ই লুত, ইরান

লুত মরুভূমি ইরানের একটি বিস্তীর্ণ লবণ মরুভূমি। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্ক ও উষ্ণতম স্থানগুলোর মধ্যে একটি এবং এর বালুপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছায়।

উডনাদত্ত, অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যন্ত এই শহরে ১৯৬০ সালে রেকর্ডকৃত ৫০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা স্থানটিকে দক্ষিণ গোলার্ধের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার অধিকারী করে তুলেছে।

টিম্বাকটু, মালি

মালির এই শহর ইতিহাস—ঐতিহ্যের দিক থেকে বেশ সমৃদ্ধ। অঞ্চলটি মরুভূমির উষ্ণ জলবায়ুর অধিকারী হওয়ায় বছরের কোনো অংশেই এর তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামে না। আর গ্রীষ্মে এখানকার দৈনিক গড় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়।

কে হবে 'নদ' আর কে 'নদী'?

সুপ্রতিম কর্মকার

সাহেবরা জলের প্রবাহিত ধারাকে ডাকলেন 'রিভার' বলে। প্রাচীন লাতিন শব্দ 'আওয়া'। সেখান থেকে 'আকুয়া'। সেখান থেকেই কি 'রিভার'? তবে 'রিভার' শব্দটাকে পুরুষ কিংবা নারী নির্বিশেষে ভাগ করলেন না। সাহেবদের এই 'রিভার' আর বাংলা ভাষায় 'নদী' বলার মধ্যে কিন্তু যোজন পার্থক্য। শুধু শব্দের অন্তনিহিত অর্থে নয়, সে-পার্থক্য সংবেদনশীলতায়, অনুভূতিতেয

কোন জলের ধারা 'নদী' হবে, আর কোন জলের ধারা 'নদ', তা নিয়ে দুই বাংলাজুড়ে একাধিক প্রচলিত কাহিনি পাওয়া যায়। তার একটি গল্প অবিভক্ত দিনাজপুর ও কুষ্টিয়ায় বেশি প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক কাহিনি আশ্রয় করে পল্লবিত হলেও গল্পাংশের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে আশপাশের আরও অনেক উপাদান। এই সৃষ্টির নির্মাণ তখনও হয়নি। অন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেবল অনন্ত জলরাশি। অনন্ত শয্যায় শ্রীবিষ্ণু। তাঁর নাভিপদ্ম থেকে জন্ম হল প্রজাপতি ব্রহ্মার। ব্রহ্মা ব্যস্ত হলেন মান নির্মাণে। আর, তার সঙ্গে রচনা হয়ে গেল পৃথিবীর শরীর। সেই পৃথিবীর শরীরে কণামাত্র মাটি ছিল না। কিন্তু মানুষ তো আগেই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্ম মানুষকে রাখার জায়গা না পেয়ে অনন্ত জলরাশির মধ্যেই মানুষ তৈরি করে ফেলে দিলেন।

ওদিকে, ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে জন্ম নিল চণ্ড আর মুণ্ড। দু'জনই ব্রহ্মাকে খুব উত্যক্ত করছিল। উপায় না দেখে দেবী আদ্যাশক্তির আরাধনা করেন ব্রহ্মা। আদ্যাশক্তি মহামায়া প্রকট হয়ে চণ্ড-মুণ্ডের বধ করেন। চণ্ড ও মুণ্ডের রক্ত দিয়েই নাকি গড়ে ওঠে পৃথিবীর উপর মানুষ রাখার জায়গা তৈরি হল। ভগবান বিষ্ণু অনন্ত জলরাশি থেকে 'নর' বা মানুষকে 'আয়ণ' বা উদ্ধার করলেন। জল থেকে নরকে 'আয়ণ' করেন বলে ভগবান বিষ্ণুর অন্য নাম হল 'নারায়ণ'। এরপর পিপাসার্ত মানুষের তেষ্টা মেটাতে নারায়ণের শ্রীচণে থেকে জন্ম হল বিষ্ণুপদী গঙ্গার। সেই জল পান করে শুধু যে তৃষ্ণা নিবারণ হল তা-ই নয়, গহগা থেকে জন্ম হল অন্য নদীদের। লোককথা এইভাবে চলতে থাকে। দেবতারা নাকি রূপ বদলে জলের ধারা হয়ে নদীদের সঙ্গে মিলিত হতেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' বলছে 'নদ' সম্পর্কে 'পর্বতাদিজাত সাগরাদিমিলিত অকৃতিম জলপ্রবাহ'। অর্থাৎ, পর্বত থেকে জন্মে যে প্রাকৃতিক জলধারা সাগরে মিশেযে, তা-ই হল নদ। আর, নদীর সংজ্ঞা হল। অষ্টসহস্রদেনুঃ পরিমিত স্ত্রীবাচক জলপ্রবাহ'। এর অর্থ হল, আট হাজারটি ধেনু লম্বা হয়ে দাঁড়ালে যে দৈর্ঘ্য হয়, সেই পথ অতিক্রম করা স্ত্রীবাচক জলের ধারা হল 'নদী'। তবে, এই মত নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কে 'নদ' আর কে 'নদী' হবে, তা বোঝার জন্য খুঁজতে হয় নদ কিংবা নদীর জন্মবৃত্তান্তের গল্প। মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে সেসব গল্প। যেমন, তমাল। বাঁকুড়া আর পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানায় রয়েছে গোয়ালতোড় সমসষ্টি বা ব্লক। সেখানেই একটা গ্রামের নাম শাল বনি। গ্রামের মাঝে মাটির বুকে জল ভরা ছিল।ভূতাত্ত্বিক মাটির বুক থেকে বেরিয়ে আসা জলের স্বাভাবিক উৎসবে বলেন 'ন্যাচারাল স্প্রিং'। মাটির তলার গর্ভজল দিয়ে তৈরি জলের ধারা। 'তমাল' তার নাম। তারপর সে কোথায় যাবে, তার পথ খুঁজতে হল। সালবিন, কেশপুর, গোয়ালতোড়, আনন্দপুর হয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে মিশেছে কুবাইয়ের সঙ্গে। তমাল আর কুবাই দুই জলধারা সরস্পর মিশে 'বুড়িগাঙ' নাম নিয়ে নতুন পথ ধরেছে। তমাল খুব বড় প্রাকৃতিক জল-শরীর নয়। ৪১.৩ কিলোমিটার। তবে শরীর দিয়ে মন বোঝা যায় না। তমালরে মনের মাঝেই লুকিয়ে আছে নানা গল্প। নদীর ধারের মাল, গোয়ালা, কুমরি, তেলি, সদগোপ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নাপিত, ধোপা, সাঁওতাল, মাহলি জনজাতির বাস। কুরমিদের মধ্যে তমালকে নিয়ে অনেক বিশ্বাস প্রচলিত।

তমালের উপনদী সুন্দরা। ফুটিগেড়ার কাছে তমালরে সঙ্গে সুন্দরার মিলন হয়েছে। কুরমিরা মনে করে, তমালের শরীরে বাসা বেঁধেছিল গভীর অসুখ। গ্রামের ওঝা তখন পরামর্শ দেয়, সবথেকে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তমালের বিয়ে দিতে হবে। তাহলে নাকি তমাল সুস্থ হয়ে উঠবে। গ্রামে গ্রামে ডঙ্কা বাজিয়ে শুরু হল সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। আর, কেনই বা কোনও সুন্দরী বিয়ে করবে অসুস্থ তমালকে? সবাই ভেঙে পড়ল এই ভেবে, তমালকে বুঝি আর বাঁচানো গেল না। এক কুমোর ঘড়া তৈরি করতে গিয়ে ঘুমের ঘোরে সুন্দর নারীমূর্তি তৈরি করে ফেলে কাঁচা মাটির দিয়ে। একটা পাখি টিকটিকিকে তাড়া করেছিল। বেগতিক দেখে টিকটিকিটি ওই মাটির মূর্তির মধ্যে ঢুকে পড়ে। টিকটিকির জীবন মাটির মূর্তির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। দেখতে দেখতে মাটির মূর্তি সুন্দরী নারীতে পরিণত হয়। বাতাসের বেগে সে খবর ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। শাল মহুলের জঙ্গলের পাতায় পাতায়। তমালের সঙ্গে সেই সুন্দরীর বিয়ে হয়। এবং লোক কথা বলছে, তমাল বেঁচে ওঠে। কিন্তু সুন্দরীর মধ্যে তো টিকটিকির আত্মা। কী করে তারা দাম্পত্য নির্বাহ করবে? আকাশ অন্ধকার করে কালো মেঘ আসে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির স্পর্শে মাটির তৈরি সুন্দরী গলে যায়, নদীর রূপ নেয়। তমালও ভাবে, মানুষ হয়ে বেঁচে কী করবে সে, যে তার প্রাণ বাঁচল , সেই যদি নদী হয়ে যায়। তমাল তখন জলের ধা৷ হয়ে 'নদ' হল। এমন লোককথা জারিত গল্প পাওয়া যায় দামোদর নিয়েও। শঙ্খাসুর নামে ছিল এক ভয়ংকর অসুর। তার ভয়ে দেবতারা লুকিয়ে থাকতেন। শঙ্খাসুর ভাবল, দেবলোকে গিয়ে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত দেব সে ধ্বংস করে দেবে। অসুরের ধারণা, দেবতাদের শক্তি বেদের মধ্যে নিহিত। কিন্তু এই খবর আগেই পেয়ে যান ঋক, সাম, যজু আর অথর্ব—এই চার দেব। দৈবশরীর ধারণ করে তাঁরা জলের তলায় লুকিয়ে পড়েন এবং জলে মিশে যান। শঙ্খাসুর খবর পায়, চার বেদ জলে গুলে আছেন। একমাত্র উপায় সেই জল গণ্ডুষ ভরে পান করা। তাহলেই চার বেদ ঢুকে পড়বে শঙ্খাসুরের পেটে। এমন বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র বিষ্ণু ভগবান। চার বেদ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। এরপর শঙ্খাসুর যত গণ্ডুষ ভরে নদীর জল তোলে, হাতে জল ওঠে না। শুধু 'দাম' বা কাদা। শঙ্খাসুর জল আর খেতে পারে না। সেই থেকে নাকি ওই জলের ধারাকে বলা হয় দামোদর, অর্থাৎ 'দাম-ভরা উদর'। ভগবান বিষ্ণু যেহেতু পুরুষ, তাই দামোদর 'নদ' বলে পরিচিতি পায়। আর একটা মত প্রচলিত হল, 'নদ' হলে তার নাকি কোনও শাখা থাকে না। আর, নদী হলে তার শাখা থাকবে। নদ আর নদীর পার্থক্য করতে যে সবসময় এই নিয়ম খাটে তা নয়। আবার,স্ত্রীবাচক নামের জলধারাকে সচরাচর 'নদী' বলা হয়। যেমন, গঙ্গা, যমুনা, মেঘনা, তিস্তা, আত্রেয়ী, ইছামতী, অঞ্জনা। আর, পুরুষবাচক নামের জলধারা 'নদ' বলে পরিচিত। যেমন, ব্রহ্মপুত্র, অজয়,রূপনারায়ণ ইত্যাদি। প্রাচীন সেমেটিক বিশ্বাসে স্বর্গে অমৃতের নদী প্রবাহিত হয়েছে। 'বৃদ্ধধর্ম্মপূরাণ' অনুসারে হিমালয়ের কন্যা গঙ্গা। সাহেবরা অবশ্য জলধারাকে 'নারী' কিংবা 'পুরুষ' হিসাবে চিহ্নিত করতে বিশ্বাসী ছিলেন না। নদীকে কেবল 'রিভার' বলেই ইতি টানেন। জলধারার লিঙ্গ নির্ধারণ করেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুনালকুমার মুন্সি একটা বলেছিলেন নদী বিজ্ঞানকে 'কগনেটিভ সায়েন্স' হিসাবে দেখতে। তাহলেই নদীকে দেখা সম্ভব হবে সামগ্রিকভাবে —যার মধ্যে জুড়ে যায় নদীপাড়ের ভাষা, নদীপাড়েণ মানুষের জীবনাযাত্রা—এমন নানা বিষয়। প্রবহমান অবিরল জলধারার কোনও লিঙ্গ বিভাজন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা করেন না। তা সত্ত্বেও ও আপৃথিবীর নদীগুলো কখনও পুরুষ, কখনও বা স্ত্রী বলে চিহ্নিত। নদীর প্রতি বিশ্বাস থেকে নদীপাড়ের জনজাতিরা নদীকে 'পুরুষ' কিংবা 'স্ত্রী' হিসাবে চিহ্নিত করে। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার মাউরি জনজাতির কথায় আসা যাক। যারা বিশ্বাস করে ওয়াংগানুই নদী থেকে তাদের জন্ম। তাই এই নদীটা তাদের কাছে মাতৃসম, নারী। তেমনই দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের সঙ্গে মেশা আট্রাটো নদীর পাড়ের জনজাতির মানুষ বিশ্বাস করে, এই আট্রাটো নদী থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে। কাছেই নদীটা নারী। এমন উদাহরণ বাংলায়ও আছে। কাঁসাইকুল্যা সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বাস করে কাঁসাই কুল্যা সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বাস করে কাঁসাই নদী থেকে তাদের জন্ম হয়েছে বলে নদীটি নারী স্বরূপ। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে আবার কাঁসাই বা সংসাবতী হচ্ছে 'পুরুষ'। জন্মের জন্য পুরুষ ও নারী দু'জনের অবদান সমান। কিন্তু বিশ্বাস দিয়ে যখন সবকিছু ভাবা হয়, তখন কোনও যুক্তি স্থাপ পায় না। আসলে নদ আর নদীর এই যে কিবাবে এ যেন সামাজিক বিভাজনের অংশ।

৩০০ বছরের প্রাচীন রহস্যময় এক গুহা

নাদিয়া ইসলাম

প্রাচীন আবহে আলো-ছায়ার মায়াজালে ঘেরা এক গুহা। পিচ্ছিল ও পাথুরে পথের সুরঙ্গটির তলদেশে রয়েছে একটি প্রবহমান ঝরনা। এর ইতিহাসটাও অদ্ভুত। অনেকে বলে থাকেন, কয়েক শ বছর আগে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছিল এই অঞ্চলে। সেখান থেকেই পাহাড়ের পাদদেশে এই গুহার সৃষ্টি। আবার অনেকে বলেন, পাহাড়ের ঝরনার কারণে সৃষ্ট ফাটল থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হয় এই গুহা, যা এখন আলুটিলা গুহা নামে পরিচিত।

শেয়ার করুন

ফলো করুন

আলুটিলা গুহাটি যেখানে অবস্থিত, সেই এলাকার আদিনাম মহাজনপাড়া। মহাজনপাড়ার এই পাহাড়ে একসময় প্রচুর জংলি আলু পাওয়া যেত। আলুর আধিক্যের কারণে পাহাড়টির নামকরণ করা হয় আলুটিলা। প্রবীণ সেন ত্রিপুরা সে সময় মহাজনপাড়ার কার্বারি ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ১৯২০ সালে প্রথম আলুটিলা গুহা আবিষ্কার করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন স্থানীয় লোকেরা আলু খেয়ে প্রাণ বাঁচান। তখন থেকেই এর নাম আলুটিলা হয়ে যায়। খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার মূল শহর থেকে ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে সমুদ্রের সমতল থেকে তিন হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট আলুটিলা বা আরবারি পাহাড়ে আলুটিলা গুহা বা রহস্যময় সুড়ঙ্গ অবস্থিত। স্থানীয় মানুষেরা একে বলে মাতাই হাকড় বা দেবতার গুহা। এই গুহা বা সুরঙ্গ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। এখনো আলুটিলা পাহাড়ে বুনো আলু পাওয়া যায়।

গুহাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০ ফুট। গুহাটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে সময় লাগে ১৫ থেকে ২০ মিনিট। গুহাটির উচ্চতা কিছু কিছু জায়গায় বেশ কমে যাওয়ায় সেই সব জায়গা মাথা নিচু করে, এমনকি হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হয়। গুহাটির দৈর্ঘ্য ৩৫০ ফুট, গুহার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছাতে সময় লাগে ১৫ থেকে ২০ মিনিট। গুহাটির উচ্চতা কিছু কিছু জায়গায় সরু হয়ে যাওয়ায় সেই সব জায়গা মাথা নিচু করে, এমনকি হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হয়। এই গুহার ব্যাস ১৮ ফুট, ২৬৬টি সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এই গুহার মুখে পৌঁছাতে হয়। আর বের হতে হয় অন্য পথে, প্রায় ১৬০টি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। গুহার মুখে প্রবেশের আগে মশাল জ্বালিয়ে নিতে হয়, যা প্রবেশপথেই ২০ টাকা দিয়ে কিনে নিতে পারবেন যে কেউ। কারণ, এর ভেতরটা পুরোই অন্ধকার, ভেতরটা হিমশীতল ঘুটঘুটে আর পায়ের নিচে প্রবহমান ঝরনার ধারা পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অপার্থিব শব্দের সৃষ্টি করে। ঠিক যেন প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিথিক যুগের কোনো আদিমানবের চোখে দেবতাগুহার দর্শন। একটা পুরোদস্তুর এড্রেনালিন ভাব ছুঁয়ে যাবে আপনার মস্তিষ্কের নিউরনে।

দুই বছর আগে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে আলুটিলা পর্যটনকেন্দ্র, চেঙ্গী নদীর তীরে, আলুটিলার পাহাড়-প্রকৃতির চিত্র আগে এক রকম থাকলেও এখনকার দৃশ্যপট পুরোটাই ভিন্ন। সম্পূর্ণ নতুন রূপে সাজানো হয়েছে এখানকার চারপাশ। বৌদ্ধ স্থাপত্যে গড়া দৃষ্টিনন্দন তোরণ পার হলেই দুই পাহাড় নিয়ে গড়ে ওঠা পর্যটনকেন্দ্রের শুরু থেকে গুহা সবখানে এসেছে নতুনত্ব ও নান্দনিকতার ছোঁয়া। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০ ফুট ওপরে আলুটিলা পর্যটনকেন্দ্র। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ এখন ঝুলন্ত ব্রিজ, দুই পাহাড়কে যুক্ত করতে তৈরি করা হয়েছে ১৮৪ ফুট দীর্ঘ লোহার এই সেতু বা কেব্ল ব্রিজ।

চীনের পর্যটনকেন্দ্র হেনান এবং হুনান প্রদেশে কাচের তৈরি একটি সেতু আছে, তারই আদলে ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য সেতুতে রয়েছে কাচের বারান্দা। কাচের বারান্দা দিয়ে নিচে তাকালে পাহাড়ের অন্য রকম দৃশ্যের দেখা মেলে। মনে হবে, আপনি পাহাড়ের ওপর ভাসছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে নন্দনকানন, রোমান কোলোসিয়ামের আদলে মঞ্চ ও ওয়াচ টাওয়ার। গুহায় একটা রোমাঞ্চকর অভিযানের পর ওয়াচ টাওয়ারে দাঁড়িয়ে একটা প্রশান্তির নিশ্বাস নিঃসন্দেহে সব ক্লান্তি দূর করে দেবে এবং জীবনবোধে যুক্ত করবে ইতিবাচকতা। আলুটিলার অবস্থান খাগড়াছড়ি শহর থেকে

আট কিলোমিটার আগে। ঢাকা-চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি শহরে যাওয়ার আগে নেমে যেতে হবে এই অনিন্দ্য সুন্দর পাহাড়-প্রকৃতিতে। প্রতিদিন রাজধানীর সায়েদাবাদ, কমলাপুর, গাবতলী, ফকিরাপুল, কলাবাগান ও টিটিপাড়া থেকে খাগড়াছড়ির উদ্দেশে হানিফ, শ্যামলী, সৌদিয়া, এস আলম, শান্তিসহ বিভিন্ন আরামদায়ক বাস ছাড়ে। এসব বাসযোগে খাগড়াছড়ি যাওয়া যায়। আর যদি ট্রেনে যেতে চান, তাহলে নামতে হবে ফেনী। সেখান থেকে শান্তি, হিলকিং অথবা হিল বার্ড বাসে চড়ে খাগড়াছড়ি যাওয়া যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০২৩-২৪-এ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর হাতে ১৭৩ জন দালাল ও যাত্রীদের সামগ্রী চুরির অভিযোগে ৪৩৭ জন ব্যক্তি আটক

দালালদের কাছ থেকে ২২.৮১ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার

মালিগাঁও, ২৮ এপ্রিল, ২০২৪: দালালদের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি ২৩ থেকে ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই জোনের মধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আরপিএফ ০২ জন দালালকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে ১৭ হাজার টাকারও অধিক মূল্যের রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে এক জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয়।

২০২৩-২৪ সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর দ্বারা ১৭৩ জন দালালকে আটক করা হয়। যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে তখন সেখানে গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) ও স্থানীয় থানার পুলিশ কর্মীদের সাথে নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানগুলির সময় ২২.৮১ লক্ষ টাকা (আনুমানিক)মূল্যের ১১৭৯টি টিকিট উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি ২০২৩-২৪ সময়সীমার মধ্যে যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ৪৩৭ জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

২৩ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় ডালখোলার আরপিএফ টিম পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরে অবস্থিত 'মুখলেস ট্র্যাভেল সার্ভিস'-এ অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় আরপিএফ টিম প্রায় ১৩,৮২০ টাকা মূল্যের ০৫টি ই-টিকিট উদ্ধার করে এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একজন দালালকে আটক করে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ডালখোলা পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে অন্য আরেকটি অভিযানে আলিপুরদুয়ারের আরপিএফ টিম একজন দালালকে আটক করে এবং প্রায় ৩৪৪০ টাকা মূল্যের ০১টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই ঘটনা সম্পর্কেও নিউ কোচবিহার আরপিএফ পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে কাটিহারের আরপিএফ টিম কাটিহারের জিআরপি টিমের সাথে যৌথভাবে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে একজন ব্যক্তিকে আটক করে এবং তার কাছ থেকে একটি চুরির মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে আইন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন সহ ধৃত ব্যক্তিটিকে সংশ্লিষ্ট জিআরপি ইন-চার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি কঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের পরিষেবা ও সাহায্য প্রদানের জন্য সবসময় প্রস্তুত। ট্রেন যাত্রার সময় যাতে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য যাত্রীদের উপযুক্ত টিকিটের সাথে ভ্রমণ করার অনুরোধ জানিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

দেশের রাজা-মহারাজাদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য রাহুলের, তীব্র নিশানা মোদীর

বেলাগভি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): প্রাচীন ভারতের রাজা-মহারাজাদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য এবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, যখন রাজা-মহারাজাদের রাজত্ব ছিল, তখন তাঁরা যা খুশি করতেন। প্রজাদের থেকে জমি ইচ্ছামতো নিয়ে নিতেন।

কর্নাটকের বেলাগভি থেকে এক জনসভায় মোদী বলেন, এই যুবরাজ বলছে, ভারতের রাজা-মহারাজারা অত্যাচারী ছিলেন। তাঁরা গরিবদের জমি ইচ্ছামতো কেড়ে নিতেন। এসব বলে ছত্রপতি শিবাজি, কিত্তুরের রানী চেন্নাম্মার মতো মহান ব্যক্তিত্বদের অসম্মান করা হয়েছে। শিবাজি মহারাজ কিংবা কিত্তুরের রানী চেন্নাম্মাদের আমলের সুশাসন ও তাঁদের দেশপ্রেম যে আজও দেশকে পথ দেখায়, সে কথাও মনে করিয়ে দেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী রাহুলকে মোদী মনে করিয়ে দেন, মহীশূরের রাজ পরিবারের সুশাসনের কথাও।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতে, ইচ্ছাকৃতভাবেই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি ও তোষণের রাজনীতির জন্য এই ধরনের মন্তব্য করছেন রাহুল গান্ধী।

পূর্ণ সামরিক মর্য্যাদায় সৎকার সম্পন্ন হল বাঁকুড়ার বীর জওয়ানের

বাঁকুড়া, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্ণ সামরিক মর্য্যাদায় সৎকার সম্পন্ন হল মৃত জওয়ান অরূপ সাইনির। মণিপুরে কর্মরত অবস্থায় কুকি জঙ্গী হামলায় নিহত সিআরপিএফ জওয়ান অরূপ সাইনির মৃতদেহ বাঁকুড়ার পাঁচাল গ্রামের গোয়ালাপাড়ায় নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সম্পূর্ণ পুলিশি সম্মান প্রদর্শন ও গান সেলুটের মাধ্যমে তাঁর মৃতদেহের সৎকার করা হয়। এসময় ডেপুটি জেনারাল অব পুলিশ সহ সিআরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম হাসান সহ জেলা পুলিশের আধিকারিকগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

দেশের সুরক্ষা ও শান্তি শৃঙ্খলা অটুট রাখতে তাঁর এই আত্মবলিদান ও বীরত্বের কথা তুলে ধরেন পুলিশ ও সিআরপিএফ আধিকারিকেরা। রবিবার মৃতদেহ গ্রামে আসতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। মৃত জওয়ানকে একবার চোখের দেখা দেখতে জনসমাগম হয়।

বড়এঞা ও রানাঘাটে আয়োজিত জনসভায় কংগ্রেস-তৃণমূলের দেশবিরোধী মানসিকতাকে নিশানা নাড্ডার

বড়এঞা/ রানাঘাট ২৮ এপ্রিল (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি, শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, রবিবার পশ্চিমবঙ্গের বড়এঞা এবং রানাঘাটে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, কংগ্রেস এবং টিএমসির দেশবিরোধী মানসিকতাকে সামনে তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য সহ-সভাপতি শ্রী সঞ্জয় সিং, বহরমপুর লোকসভার প্রার্থী শ্রী নির্মল কুমার সাহা এবং রানাঘাটের প্রার্থী শ্রী জগন্নাথ সরকার এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী নড্ডা বলেন, যে পশ্চিমবঙ্গের আজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, মমতার শাসনে দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং অপশাসনের কারণে এগিয়ে যেতে পারেনি এবং রাজ্যের উন্নয়ন থেমে গেছে। বাংলা সম্পর্কে বলা হয় যে, বাংলা আজ যা ভাবে, দেশ কাল তা ভাবে। বাংলাকে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে গণ্য করা হয়েছিল কিন্তু মমতা সরকারের অপশাসনের জন্য বাংলার আজ বদনাম হয়ে গেছে। বিজেপি যেখানে শক্তিশালী সরকারের কথা বলে, মমতা অসহায় সরকারের কথা বলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি সরকার সম্পর্কে কথা বলেছেন যেটির তোষামদের, বৈষম্য এবং সন্ত্রাসীদের প্রতি নরম হওয়া এবং তাদের সহানুভূতির সাথে দেখার কথা বলে। অন্যদিকে, মোদীজির নেতৃত্বে শক্তিশালী বিজেপি সরকার আমাদের দেশের দিকে খারাপ নজর দেওয়া পাকিস্তানকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক দিয়ে জবাব দেয়। ইউপিএ শাসনের সময় কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসীদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং এটি ছিল একটি অসহায় সরকারের উদাহরণ। ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এক দেশে দুই চিহ্ন, দুই প্রধান ও দুই সংবিধানের প্রতিবাদে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং শক্তিশালী বিজেপি সরকার ৩৭০ ধারা অপসারণ করে এবং কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তার আত্মত্যাগকে অর্থবহ করেছে। মমতা ও ইউপিএ-র শাসনকালে সরকারে প্রতিদিন দুর্নীতি হতো। টিএমসি নেতাদের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে এবং শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি হয়েছে। এই সমস্ত স্ক্যামাররা একটি অসহায় সরকার চেয়েছিল, কিন্তু মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সরকার চলে এবং গত ১০ বছরে কোনও কেলেঙ্কারি ঘটেনি।

মাননীয় জাতীয় জাতীয় সভাপতি বলেন যে আজ আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের মতো উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা নড়বড়ে, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একমাত্র ভারতই একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যা দশম স্থান থেকে লাফিয়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে এবং মোদীজি যদি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। আজ ভারত সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে। আজ আমরা অটোমোবাইল খাতে জাপানকে ছাড়িয়ে তৃতীয় স্থানে দাঁড়িয়েছি। সবচেয়ে সস্তা এবং কার্যকর ওষুধ তৈরিতে ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারত বর্তমানে ১৩৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে বিশ্বের বৃহত্তম রফতানিকারক। পেট্রোকেমিক্যালে ভারতের রফতানি ১০৬ শতাংশ বেড়েছে। আমরা আগে চিন থেকে যে খেলনা আমদানি করতাম সেগুলির ক্ষেত্রে ভারত এখন তৃতীয় স্থানে এসেছে। ১০ বছর আগে, আপনার মোবাইলে লেখা ছিল মেড ইন কোরিয়া, মেড ইন চায়না এবং মেড ইন জাপান, কিন্তু আজ আপনার সমস্ত মোবাইলে লেখা মেড ইন ইন্ডিয়া এবং এটাই মাননীয় মোদীর নেতৃত্বে পরিবর্তনশীল ভারত।

শ্রী নাড্ডা বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১০ বছরে দেশে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভূত উন্নত হয়েছে। ৫৫ হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ হয়েছে এবং ৫১ হাজার কিলোমিটার নতুন রেললাইন স্থাপন করা হয়েছে। বিজেপি সরকার গ্রামের উন্নয়ন, দরিদ্র, বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত যুবক, মহিলা ও কৃষকদের শক্তিশালী করা হয়েছে। ২ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েতে পাকা রাস্তা হয়েছে এবং ১.৫ লক্ষেরও বেশি গ্রাম অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা যুক্ত হয়েছে। কংগ্রেস শাসনকালে একটি পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য মাত্র ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হতো। কিন্তু এখন বিজেপি সরকার একটি পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ৬ কোটি মানুষ এবং সারা দেশের ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পাঠানো জনগণের চালও তৃণমূলের চালচোর নেতারা খেয়ে নেয়। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে বিজেপি সরকার প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের ৪০ লক্ষ কৃষক সহ ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৬ হাজার টাকা পাঠাচ্ছে। মমতা সরকার এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে ৭০ লক্ষ কৃষককে বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু বিজেপি সরকারের চাপ দিতে তখন কৃষকরা এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৪ কোটি পাকা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫২ লক্ষ বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের দ্বারা বরাদ্দ বাজেটের হিসাব পেশ করেননি, তবুও বিজেপি সরকার রাজ্যের দরিদ্রদের জন্য একটি পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মোদী সরকার তৃতীয়বারের মতো গঠিত হলে, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা আগের মতোই চলবে।

মাননীয় জাতীয় সভাপতি বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে ৫ লক্ষ টাকা করে বিনামূল্যের স্বাস্থ্য বীমা দিতে চান, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পটি কার্যকর হতে দেননি। আগামী নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনগণ। তৃতীয় মেয়াদে মোদী সরকার ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রতি বয়স্কদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজেপি সরকার সারা দেশের বিকাশ করছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ন্যায়বিচার করেছেন। বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া অনুদান ২৬৮ শতাংশ বাড়িয়েছে। স্মার্ট সিটি উদ্যোগের অধীনে কলকাতার উন্নয়নের জন্য ৯৪০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এইমস এবং ১১টি মেডিকেল কলেজ তৈরি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার ১১ কোটি বাড়িতে জল সংযোগ দিয়েছেন, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৬১ লক্ষ নতুন জল সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নাড্ডা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা, মাটি, মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মহিলারাই নিরাপদ নয়। সন্দেশখালিতে নারী নির্য্যাতন হলেও মমতা ব্যানার্জি শাহজাহান শেখকে রক্ষা করেছেন, সেজন্যই মা-এর সাথে মমতার কোন সম্পর্ক নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা গরিবদের জমি দখল করে নিয়েছে আর এটাই মাটির প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুগত্যর পরিচয়। এটা আসলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। পশ্চিমবঙ্গে কমিশন ছাড়া কোনো কাজ হয় না এবং এখানে চরম তোলাবাজি। তৃণমূলের বন্ধু কংগ্রেস জনগণের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নেয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ থেকে নির্য্যাতিত হিন্দু ও খ্রিস্টান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করেন, কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। কংগ্রেস এসসি, এসটি এবং ওবিসি-র সংরক্ষণ কমিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে একটি বিশেষ শ্রেণিকে সংরক্ষণ দিয়ে তাদের ভোটব্যাঙ্ককে খুশি করতে চায়। কংগ্রেস, টিএমসি এবং সিপিএম সবাই সমান। এই তিন দল দেশকে দুর্বল করার সব চেষ্টা করে। শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা টিএমসি এবং কংগ্রেসকে সবক শিখিয়ে স্থানীয় বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে বিজয়ী করে আবার মোদী সরকার গঠনের আবেদন জানান।

উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৬, আহত ২২

উন্নাও, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২২ জন আহত হয়েছেন। রবিবার দুপুরে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার উন্নাও-হারদোই সড়কের জামালউদ্দিনপুরের কাছে একটি যাত্রীবোঝাই বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটে। তারফলে ৬ জন যাত্রীর মৃত্যু হয় এবং ২২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশের সিও ঋষিকান্ত শুক্লা এদিন জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ রয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২০ থেকে ২২ জন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নাও জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, বাকিদের কানপুর শহরের হ্যালেট হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ট্রাক সহ চালককে আটক করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে পাচারের আগে লরি থেকে ২০টি গবাদিপশু বাজেয়াপ্ত, চালক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : পাচারের আগে একটি লরি থেকে ২০টি গরু বাজেয়াপ্ত করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ। একই সঙ্গে গরু পাচারের অভিযোগে লরি চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত লরি চালকের নাম আমানুর হক। তিনি অসামের বাসিন্দা।

সূত্রের খবর, শুক্রবার গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের মুরলিগঞ্জে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি লরিতে ২০টি গবাদি পশু পাওয়া যায়। লরি চালকের কাছে গরু সংক্রান্ত বৈধ কাগজপত্র চাওয়া হলে তিনি তা দেখাতে পারেননি। এর পরে লরি চালককে গ্রেফতার করে বিধাননগর থানার পুলিশ।

মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলায় অভিযুক্ত চলচ্চিত্র অভিনেতা সাহিল খানের ৪ দিনের পুলিশি হেফাজত

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলায় অভিযুক্ত চলচ্চিত্র অভিনেতা সাহিল খানকে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ১লা মে পর্য্যন্ত অভিনেতা পুলিশের হেফাজতে থাকবেন। ছত্তিশগড় থেকে অভিনেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর রবিবার মুম্বই পুলিশ তাঁকে ছত্তিশগড় থেকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসে। এদিনই তাঁকে আদালতে পেশ করলে আদালত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, সাহিল খান দ্য লাই বুক অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেটি একটি বেটিং অ্যাপ এবং মহাদেব বেটিং নেটওয়ার্কের অংশ। মুম্বইপুলিশ এই মামলায় সাহিলের জড়িত থাকার বিষয়টি জানতে পেরে খানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে। এই সময়ে সাহিল খান স্বস্তি পেতে বোম্বে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। সাহিলের আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট।

বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কড়া আক্রমণ নাড্ডার

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রথমেই সন্দেশখালিতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে কড়া আক্রমণ করেন এবং বলেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা ছড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রী নাড্ডা বলেন, অতীতে আমরা দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে তৃণমূল কংগ্রেসের শাহজাহান শেখের মতো সমাজবিরোধীরা সন্দেশখালিতে নারীদের অস্তিত্বকে আতঙ্কের মুখে ফেলছে। পশ্চিমবঙ্গে নারীরা নিরাপদ নয়, তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং সংবেদনশীল, সেইসাথে কষ্টদায়ক এবং বেদনাদায়ক। সন্দেশখালিতে নারী সম্মান ও সম্ভ্রম এবং তাদের জমি-জায়গা রক্ষায় তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তারা এলে তাদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হচ্ছে। বিজেপির মাননীয় জাতীয় সভাপতি বলেন, মমতা দিদি বাংলায় কী করেছেন? যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর শোনা যেত, সেখানে এখন বোমা-পিস্তল পাওয়া যাচ্ছে। খবরে পড়েছি যে, সম্প্রতি সন্দেশখালিতে সিবিআই তিনটি বিদেশি রিভলবার, পুলিশের ব্যবহৃত একটি রিভলভার, একটি বিদেশি পিস্তল, বন্দুক, গুলি ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে। এর পাশাপাশি আরও অনেক এমন জিনিস পাওয়া গেছে যা আপত্তিকর। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, শাহজাহান শেখের সহযোগীর কাছ থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। সন্দেশখালিতে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এনএসজি কমান্ডোদেরও নামতে হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে।

শ্রী নাড্ডা বলেন যে মমতা জি জনসাধারণকে ভয় দেখিয়ে, ধমকে, তাদের প্রাণ নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হবেন? নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহর্ষি অরবিন্দের মতো মহাপুরুষরা কি এমন বাংলারই স্বপ্ন দেখেছিলেন? মমতা দিদি আপনার যদি মনে করেন এভাবে আপনি নির্বাচনে জয়লাভ করবেন তাহলে সেটা আপনার বড় ভুল হবে। জনগণ আপনাকে উপযুক্ত জবাব দেবে। জনগণের আশীর্বাদে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ৩৫টিরও বেশি আসন জিতবে। সন্দেশখালি মমতার শাসনের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মাননীয় জাতীয় সভাপতি বলেন, আজ যখন আমি পশ্চিমবঙ্গ সফরে, তখন আমি এখান থেকে সমস্ত বিজেপি কর্মী ও বাংলার জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি যে, সন্দেশখালি নিয়ে সবাই মমতা ব্যানার্জির কাছে জবাব চান। সন্দেশখালিতে অত্যাচারিত হয়েছিলেন এমন একজনকে প্রার্থীপদের জন্য ভোটের টিকিট দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নারী ক্ষমতায়নের বার্তাকে আরও শক্তিশালী করেছেন। একই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এই মহিলারা একা নন, গোটা দেশ তাদের পাশে আছে, গোটা সমাজ তাদের পাশে আছে। তারা ন্যায়বিচার পাবেই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এর জবাব দেবেই।

জয়গাঁও এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় একজন নিহত, দুইজন আহত

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : আলিপুরদুয়ারের ভুটান সীমান্তের জয়গাঁও এলাকায় রবিবার বিকেলে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতের নাম হাবিবুর রহমান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারিহাটের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বাইকে করে জয়গাঁও আসছিলেন। এরপর জয়গাঁও প্রধান সড়কে একটি ট্রাকের ধাক্কায় তিনজনই গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে লতাবাদি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়। ছেলে ও স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারের গানে কমিশনের নিষেধাজ্ঞা, অভিযোগ আম আদমি পার্টির

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): তাদের নির্বাচনী প্রচারের গান নিষিদ্ধ করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার এমনটাই অভিযোগ করা হলো আম আদমি পার্টির তরফে।

তাদের অভিযোগ, তাদের গান জেল কে জবাব মে, হাম ভোট দেঙ্গে, এই গান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, এই গান ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে খারাপ ভাবে উপস্থাপন করেছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এএপি নেত্রী অতিশী বলেন, সম্ভবত এই প্রথম যে, নির্বাচন কমিশন কোনও দলের প্রচারের গানের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তিনি বলেন, এই গানে কোনওভাবেই কোনও দলের নাম উল্লেখ করা হয়নি, নির্বাচনী বিধিও ভাঙা হয়নি। তাঁর কটাক্ষ, যদি ক্ষমতাসীন দল একনায়কতন্ত্র চালায় তাহলে সেটি ঠিক, কিন্তু কেউ যদি এটা নিয়ে কথা বলেন তাহলেই সেটি ভুল!

গুজরাটে ৮৬ কেজি মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার ১৪ পাকিস্তানি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : গুজরাট থেকে ৮৬ কেজির মাদক উদ্ধার করা হয়েছে, সেইসঙ্গে ১৪ জন পাকিস্তানিকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। নারকোটিক্স ব্যুরো এবং গুজরাট এটিএস-এর যৌথ অভিযানে ৮৬ কেজির মাদক উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। ১৪ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে গোয়েন্দাদের তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হচ্ছিল। শনিবার রাতে নারকোটিক্স ব্যুরো এবং গুজরাট এটিএস যৌথভাবে একটি বিমান অভিযান চালায়। এই অভিযানের ভিত্তিতেই ৮৬ কেজির মাদকসহ ১৪ জন পাকিস্তানি নাগরিককে ধরা হয়।

পোরবন্দরের পশ্চিমে আরব সাগরে পাকিস্তানি নৌকা আটকের ঘটনা এটিই প্রথম নয়, এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। গত মাসেও অভিযান চালিয়ে ৮০ কেজির মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়। যার মূল্য ছিল প্রায় ৬০০ কোটি টাকা।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে কেজরিওয়াল মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজের গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সোমবার সেই মামলার শুনানি।

জানা গেছে, সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে হবে এই মামলার শুনানি। কেজরিওয়াল আগেই জানিয়েছিলেন গ্রেফতারি নিয়ে তিনি শীর্ষ আদালতে যাবেন। কেজরিওয়াল বলেছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে যেভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তা নিয়ম বিরুদ্ধ। ইডিকে ব্যবহার করে কেন্দ্রের সরকার ভোটের আগে তাঁকে জেলে ভরেছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন কেজরিওয়াল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা যে তিনটি কারণে জরুরি

স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামকে বেছে নেন। শরীরকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের জুড়ি নেই. দেহকে অল্পবয়সে বুড়িয়ে ফেলতে না চাইলে প্রত্যেকের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা দরকার। কারণ শারীরিক ব্যায়াম অনেক ধরনের রোগ থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হয় ব্যায়ামের সময় নিয়ে। কোন সময়টি ব্যায়ামের জন্য সব চাইতে বালো তা নিয়ে বিপদে পড়েন অনেকেই। অনেকের মতে সকালে ব্যায়াম সেরে নেয়া ভালো। কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্টদের মতে সকালের চাইতে ভালো সময় সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলার ব্যায়ামের রয়েছে অনেক উপকারিতা। চলুন জেনে নিই সন্ধ্যাবেলার বায়াম করা যে কারণে জরুরি।

ভালো ঘুম হয়— সন্ধ্যাবেলা সময় ব্যায়াম করলে রাতের বেলা ভালো একটি ঘুম হয়। ঘুমের সময় শরীর ক্লান্ত হওয়া অনেক জরুডি. সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম করলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রাত হতে হতে আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পরে। সুতরাং ভালো ঘুম হয়। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করে দেখতে পারেন।

বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয়--- সকালবেলার ব্যায়াম আপনার দেহকে শুধুমাত্র সচল এবং সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য করা হয়। কিন্তু আপনি যদি দেহের ফ্যাট ঝরাতে চান অর্থাৎ ওজন কমাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যেবেলাকে বেছে নিতে হবে। এতে করে সারাদিনে আপনি যত ক্যালোরি গ্রহণ করেছেন তা ক্ষয় হবে। বালো বায়্যাম হয় --- সকালের ব্যায়ামের সময় অনেক তাড়াহুড়ো থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা যায় না। এতে করে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হয় না। সুতরাং ভালো ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যাবেলাটাই বালো। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যাবেলা সময় করে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন, এক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়।

ক্যান্সার রোধ গ্রিন টিন

গ্রিন টি সবুজ চায়ের উপকারিতা অনেক। পানীয়টি মানুষের মুখের ক্যান্সার ঠেকাতে ভূমিকা রাখে। ক্যান্সারের জন্য দায়ী কোষ জন্মাতে দেয় গ্রিন টি। পাশাপাশি উপকারি কোষকে উজ্জীবিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক প্রতিবেদনে জানান এ তথ্য। ক্যান্সার প্রতিরোধে এর আগেও একাধিক প্রতিবেদনে জানা গেছে গ্রিন টির গুণের বিষয়ে। মুখ গহ্বরের ক্যান্সার রোধে বিশেষ ধরনের এ চায়ের গুণ নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশ হয়। ক্যান্সার প্রতিরোধে গ্রিন টি কার্যকারিতার তথ্য প্রথম জানা যায় ২০০২ সালের এক প্রতিবেদনে। তবে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় আরো সুস্পষ্ট তথ্য উঠে এসেছে। গবেষকরা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য, গবেষণাগারে ক্যান্সারে আক্রান্ত মুখের কোষ ও সুস্থ কোষ জমা করেন। এরপরএগুলোকে ইজিসিজি নামে এক শ্রেণীর যৌগের সংস্পর্শে আনেন। যৌগটি গ্রিন টিতেও বিদ্যমান। গবেষণা প্রতিবেদনের প্রবন্ধকার জশুয়া জানান, যৌগটি স্বাভাবিক কোষকেও সতেজ করে। অবশ্য এখনই নিশ্চিত করে বলা যায় না, ক্যান্সার প্রতিরোদে কাজে আসবে গ্রিন টি । কেননা খুব বেশি রোগীর তথ্য নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়নি। তবে গ্রিন টির যৌগটি কাজে আসবে বলে আশাবাদী হওয়া যায়। তিনি বলেন, যদি ভবিষ্যতে যৌগটি মানবদেহে প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়, তবে মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আক্রান্ত হন ৪৩ হাজারের বেশি। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা এখনো কেমোথেরাপি, সার্জারি ও রেডিয়েশনের মধ্যে সীমিত। কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মাথার চুল পড়ে যাওয়া সহ অন্য জটিলতায় পড়েন রোগী। কিন্তু গ্রিন টি পান করলে অন্তত তেমন জটিলতায় ভুগতে হয় না রোগীদের। প্রসঙ্গত, বিশেষ প্রজাতির চা গাছের পাতা প্রক্রিয়াজাত করে গ্রিন টি প্রস্তুত করা হয়।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার

ত্বকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার জন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়েথাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন। রসুন— রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকেটক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়ামে নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি— গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটচিন নামক এক ধরনের উদ্ভিজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা— জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎফাদনক উফপাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম— শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক— সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

আভাকাডো--- আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আভাকাডোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা আপনার দেহে গ্লটাথায়ন নামক এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরি করে যালিভারকে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ দেহ থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে।ব্রকলি— ব্রকলি দেহে গ্লুকোসিনোলেট উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়েদেয় যেটি হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরি করে। লেবু— এই বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি যে সাইট্রাস জাতীয় ফল লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা আমাদের দেহের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু এছাড়াও লেবু দেহের বিভিন্ন টক্সিন নির্মূল এবং হজমে সহায়তা করে থাকে। হলুদ— মশলা হিসেবে হলুদ খেলে তা আমাদের শরীরের হজমে এবং পিত্তথলি পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এটি লিভারের প্রাকৃতিক ডেটক্স হিসেবে কাজ করে।

মূল্যবান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভরপুর হলুদ লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যেহেপাটাইটিস বি এবং সি এর ভাইরাস নির্মূলেও এই হলুদ অত্যন্ত সহায়ক। আখরোট— আখরোটে গ্লুটাথায়ন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডরয়েছে যা লিভারপরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। আমলকি— আমলকির অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আমলকি লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালিরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড়পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩ গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

স্বাস্থ্য রক্ষায় উচ্চ ক্যালিরযুক্ত চারটি পানীয় যা অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত

প্রতিদিনই ড্রিংকস খাওয়া দেহের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এই গরমে ক্ষতিকর উপাদানটি প্রায়ই খাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত ড্রিংকসগুলোতে ক্যালরির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যেগুলোতে আমদের শরীরের স্থূলতা বাড়াতে সহায়তা করে থাকে। আসুন জেনে নিই এমন চারটি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত ড্রিংকসগুলো এর কথা যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ফ্রুট স্মুথি--- ফলের জুসে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পুষ্টিকর উপাদান আছে কিন্তু ফ্রুট স্মুথিতে থাকে। এতে মোটামুটিভাবে ৪৫০ গ্রাম ক্যালরি, ২৪ গ্রাম ফ্যাট থাকে যা শরীরের জন্য আসলেই ক্ষতিকর। তাই যতটা সম্ভব এই ফ্রুট স্মুথি ড্রিংকস থেকে দুরে থাকুন শরীর সুস্থ রাখুন। স্পেশাল কফি ড্রিংকস — সকাল সকাল কফি খেলে এর ক্যাফেইন শরীরে ক্যালরি উৎপাদন করতে থাকে। এচাড়া স্টুবেন্টুগুলোতে করা স্পেশাল কফি ড্রিংকসগুলোতে ৫০০-৬০০ গ্রাম ক্যালরি এবং ২০-২৫ গ্রাম ফ্যাট থাকে যেগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই এই ড্রিংকসটি খাওয়া থেকেও বিরত থাকুন। ককটেল ড্রিংকস— সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা এই ককটেল ড্রিংকসটি খেয়ে থাকে। এই পানীয়টিতে কয়েকটি ড্রিংকস একই সাথে মেশানো তাকে। এতে ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এতে ৭০০ গ্রামের মত ক্যালরি থাকে। শরীর সুস্থ রাখতে এই ককটেল ড্রিংকস খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত। এনার্জি ড্রিংকস--- বাজারে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের এনার্জি ড্রিংকসগুলোতে শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। কেননা এগুলোতে ২৮০ পরিমাণ ক্যালরি, ৬২ গ্রাম ফ্যাট এবং প্রচুর পরিমামে সোডা থাকে এই এনার্জি ড্রিংকসগুলো খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত কেননা এগুলো খেলে লিভার আক্রান্ত থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যাও হতে পারে।

যে খাবারগুলো বাড়িয়ে দেবে আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা

আমরা অনেকেই অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে। কত রকমের ক্রিম, ফেসপ্যাক, ফেসিয়াল ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যত যাই ব্যবহার করি না কেন ত্বকে তা হয়ত অল্প কিছু সময়ের জন্য উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে তারপর বিরক্ত হয়ে যখন আপনি আবার সব রূপচর্চা করা বন্ধ করে দিবেন তখন ত্বক আবার আগের মতই হয়ে যাবে। তাই দেহ ও ত্বক সুন্দর এবং ভালো রাখতে অবশ্যই আমাদের নিজের লাইফস্টাইল ও খাওয়া দাওয়াতে পরিবর্তন আনতে হবে। বিভিন্ন কেমিক্যাল যুক্ত দ্রব্য ত্বকে ব্যবহার না করে বরং স্বাস্থ্য কর কিছু খাবার নিয়ম করে খেলে দেহ ও ত্বক উভয়ই ভালো থাকবে. তাই জেনে রাখুন এমন কিছু পরিচিত খাবার সম্পপর্কে যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

গাজর --- গাজরে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যারোটিনএবং গাজরল সবজির মধ্যে সেরা সবজি যার স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক বেশি ও এটি আমাদেরত্বক ও চুলের জন্য খুবই ভালো। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে গাজর কিংবা গাজরের জুস খাদ্য তালিকায় রাখুন।

পেঁপে --- দারুণ মজার সুস্বাদু ফল পেঁপে খেতেকে না ভালোবাসে। পেঁপেতে আছে ভিটামিন সি, এ, ই এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা আমাদের ত্বক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ও ত্বককে ব্রণ ও ব্লেমিসেসথেকে রক্ষা করে। পেঁপে আপনি খেতেও পারেন অথবা পেস্ট করে ত্বকে লাগাতে পারেন।

টম্যাটো — লাল রঙের তাজাএই জুসি সবজিটিতে আছে লাইকোফেন। ত্বকের জন্য টম্যাটো খুবই ভালো, তাছাড়া টম্যাটো দেহের ওজন কমায় এববং ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। সবুজ পাতার শাকসবজি — সবুজ শাকসবজিতে আছে প্রচুর ভিটামিন যা শুধু ত্বকের জন্যই নয় পুরো দেহের জন্য অনেক ভালো। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখুন সবজি। স্ট্রবেরি — স্ট্রবেরিতে আছে ভিটামিন সি যা ত্বককে সুরক্ষাদান করে ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

গ্রিন টি— গ্রিন টি হল একটি হারবাল পানীয় যা ত্বকের জন্য অনেক বালো। এটি ত্বকের পোড়া দাগ দূর করে, ত্বক নরম রাখে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, ত্বকের গভীর কাল দাগ দূর করে ও ব্লেমিসেস দূর করে। ব্রকলি — ব্রকলির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন এ ও সি প্রাকৃতিক ভাবেই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। মাছ — মাছের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ওমেগা৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও বিভিন্ন ভিটামিন ত্বকের জন্য খুবই ভালো। তাই উজ্জ্বল ত্বক পেতে বেশি করে মাছ খাওয়া উচিত।

যে অভ্যাস ক্ষয় করে দিচ্ছে আপনার দেহের হাড়

আমাদের দেহোর হাড়ের তৈরি কঙ্কাল দেহকে সঠিক আকারে এবং সঠিকভাবে চলাচলে সহায়তা করে তাকে। হাড় দিয়েই আমাদের দেহের স ঠিক কাঠামো তৈরি। হাড় না থাকলে আ মাদের দেহ কি ধরনের হতো তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা হাড়ের যত্নে তেমন কিছুই করি না।

বরং এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের হাড়ের জন্য অনেক বে শি ক্ষতিকর। হ াড়ের রে াগগুলোর মাঝে অস্টিপোরোসিস বর্তমানে সব থেকে বেশি নজরে পড়ে।

এই রোগটির কারণে হাড়ের মজবুত গঠন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আমাদেরই কিছু বদঅভ্যাসের কারণে হাড়ের ক্ষতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিছু অভ্যাস হাড়ের ক্ষয় করে চলেছে যার কারণে দেহে বাসা বাঁধছে হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যা।

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া—

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি আমাদের হাড়ের গঠন মজবুত করে। যদি এগুলো পরিমিতি খাওয়া না হয় তাহলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ে এবং হাড় ক্ষয় হয়। অল্প বয়সেই হ াড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যায় পড়তে হয়।

একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা— একটানা অনেকটা সময় বসে থাকার অভ্যাস যদি নিয়মিত পালন হয় তাহলে তা আপনার হাড় ক্ষয় করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস পান করা—

ছেলেবুড়ো সকলেরই পছন্দের পানীয় সফট ড্রিংকস পান করে থাকে। কিন্তু এই সফট ড্রিংকস প্রতিনিয়ত হাড় ক্ষয় করে চলেছে। এসব ড্রিঙ্কসে রয়েছে ফসফরিক এসিড যা প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালশিয়াম দূর করে দেয়। যার ফলে ক্ষয়ে যেতে থাকে অস্থি।

স্টেরয়েড ব্যবহার করা—

অনেকেই বডি বিল্ডিংয়ের জন্য বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় স্টেরয়েড ব্যবহার করেন যা হাড় দুর্বল করে ফেলে। অনেকটা সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তে নামল সিআইডি

হাসনাবাদ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.):উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপি নেতা নিমাই দাসের ভাইকে। যদিও ফাঁসানোর অভিযোগ তুলেছে ধৃত দিলীপ দাসের পরিবার। সন্দেশখালিতে রোবট নামার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেঁপে ওঠে বিজেপি নেতা নিমাই দাসের ভাই দিলীপ দাসের বাড়ি। গ্রেফতার করা হয় দিলীপ দাসকে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিআইডি।

এদিন সকাল থেকেই দিলীপ দাসের বাড়ি ঘিরে রেখেছেন পুলিশ কর্মীরা। তবে এলাকাবাসীর দাবি, দিলীপবাবুকে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি এই ধরনের কাজ করতে পারেন না। তৃণমূলের দল তাঁর বাড়িতে বোমা মজুত করে তারপর তাঁকে ফাঁসিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "এটা পুরো পরিকল্পনা মাফিক। কারণ একটু পিছনে গেলে দেখা যাবে ভোটের আগে নিমাই দাস, দিলীপ দাসরা গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলেন। মিথ্যা মামলায় এদের জড়িয়ে দিয়েছিল। এবারও তাই করেছে। গত পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত এই কাজ করেছে। আর দিলীপদা বৈষ্ণব মানুষ। এই কাজ করতে পারে না।" এ দিকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছছেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। তিনি বলেন, "এই অত্যাচার আর কতদিন করবে। চার তারিখের পরে সব উত্তর পেয়ে যাবে।"

ভাঙড়ে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, আতঙ্কে এলাকাবাসীরা

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : ভাঙড়ে প্লাস্টিক কারখানায় রবিবার দুপুরে বিধ্বংসী আগুন লাগে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে যাওয়ায় এলাকবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙড়ের পোলেরহাটের অনন্তপুরে এই প্লাস্টিক কারখানাটি অবস্থিত। দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় কারখানা সংলগ্ন আশপাশের এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও আগুন ছড়িয়ে যায়। পোলেরহাট থানার পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে, ঘটনাস্থলে পৌঁছতে দমকল কর্মীদের দেরি হওয়ায় এলাকায় আরও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। ওই কারখানাটিতে সবজি রাখার প্লাস্টিকের ট্রে তৈরি হয়।

জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ ওই কারখানাটি দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন কারখানা লাগোয়া আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় পোলেরহাট থানায়। জানানো হয় দমকলকেও। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পোলেরহাট থানার পুলিশ।

বহরমপুরের সভা থেকে ফের সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলকে নিশানা নাড্ডার

বহরমপুর, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): বহরমপুরের ভোটের প্রচার থেকে ফের একবার সন্দেশালির প্রসঙ্গ উঠে এল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার মুখে। তিনি বলেন, শেখ শাহজাহানকে আড়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার একেবারে অনুচিত।

তিনি বলেন, সন্দেশখালির মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

বাংলার মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে তৃণমূলের নেতা। সন্দেশখালিতে যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর হামলা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করেন নাড্ডা।

সন্দেশখালিতে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নাড্ডা বলেন, যেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা যেত সেখানে এখন গুলি-বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোন পথে মমতা নিয়ে যেতে চাইছেন বাংলাকে ? ভয়, হুমকি দেখিয়ে ভোট জিততে চাইছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। সুভাষ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দরা কি এই বাংলাই দেখতে চেয়েছিলেন ?'

বহরমপুর থেকে এদিন নাড্ডা বলেন, বিজেপি এখানে ৩৫ টির বেশি আসনে জিতবে।

এসপির জেলা উপাধ্যক্ষ মনোনীত হলেন উমাকান্ত যাদব

লখনউ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : সমাজবাদী পার্টির জেলা উপাধ্যক্ষ হিসেবে উমাকান্ত যাদবকে মনোনীত করা হয়েছে। রবিবার এই তথ্য জানা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবং কর্মীদের একত্রিত করতে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে সমাজবাদী পার্টি। এরই অংশ হিসেবে নির্বাচনের সময় চিত্রকূটে সংগঠন বিস্তৃত করেছেন এসপির প্রদেশ অধ্যক্ষ নরেশ উত্তম প্যাটেল। তিনি উমাকান্ত যাদবকে চিত্রকূট জেলার জেলা উপাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত করেছেন। উমাকান্তকে দায়িত্ব তুলে দিয়ে নির্বাচনে জয়ের পথে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফাইজার ও বায়োএনটেকের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত ফরাসি ফুটবলার জাভিয়ের ফুমু তামুজোর

প্যারিস, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : ফ্রান্সের সদ্য প্রাক্তন ফুটবলার ফ্রাঁসোয়া জাভিয়ের ফুমু তামুজো।খুব একটা পরিচিত খেলোয়াড় তিনি নন।তা সত্ত্বেও তিনি আলোচনায় এসেছেন অন্য এক কারণে।ফ্রান্সের দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব লাভালেতে খেলা এই স্ট্রাইকার বলেছেন, '২০২২ সাল থেকে চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছি।সেরে না ওঠার জন্য সম্প্রতি অবসর নিতে বাধ্য হয়েছি। আর আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী করোনার টিকা উৎপাদনকারী দুটি প্রতিষ্ঠান ফাইজার ও বায়োএনটেক।তাই প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে মামলা করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়,ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) ফুটবলারদের জন্য এই টিকা সরবরাহ করায় তাদের বিরুদ্ধেও আমি মামলা করতে পারি।'তামুজো মনে করেন, করোনার টিকা নেওয়ার সঙ্গে তাঁর চোটে পড়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ৩টি ডোজের প্রথম ডোজ ২০২১ সালের জুলাইয়ে, দ্বিতীয়টি একই বছরের আগস্টে এবং শেষটি ২০২২ সালের মার্চে। আর এই টিকা নেওয়ার পর থেকেই তার শরীরে নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যা তাঁর শরীরে বিরূপ প্রভাব ফেলে শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলায় গ্রেফতার চলচ্চিত্র অভিনেতা সাহিল খান

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলায় অভিযুক্ত চলচ্চিত্র অভিনেতা সাহিল খানকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ। ছত্তিশগড় থেকে অভিনেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুম্বই পুলিশ রবিবার সাহিলকে ছত্তিশগড় থেকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসে।

মুম্বই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বই পুলিশের সাইবার সেলের বিশেষ তদন্তকারী দল মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলার তদন্তভার গ্রহণ করছে। সাহিল খান দ্য লাই বুক অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেটি একটি বেটিং অ্যাপ এবং মহাদেব বেটিং নেটওয়ার্কের অংশ। মুম্বই পুলিশ এই মামলায় সাহিলের জড়িত থাকার বিষয়টি জানতে পেরে খানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে। এই সময়ে সাহিল খান স্বস্তি পেতে বোম্বে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। সাহিলের আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। এরপর সাহিল খান মুম্বই থেকে পালিয়ে যান। তিনি ছত্তিশগড়ে লুকিয়ে আছেন বলে গোপন তথ্য পায় মুম্বই পুলিশের দল। ছত্তিশগড় পুলিশের সহায়তায় সাহিল খানকে গ্রেফতার করে মুম্বই পুলিশ। সাহিল খানকে এদিন আদালতে হাজির করবে মুম্বই পুলিশ।

মায়ামিকে জেতালেন মেসি, গড়লেন দুটি রেকর্ড

আমেরিকা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : পরপর ৩ ম্যাচে গোলের দেখা পেলেন লিওনেল মেসি। সেইসঙ্গে দুটি ম্যাচ থেকে এসেছে জোড়া গোল।রবিবার ইন্টার মায়ামির জার্সিতে জোড়া গোল করে দলকে জেতালেন বিশ্বকাপজয়ী তারকা। আর আজকে জয়ের দিনে দুটি রেকর্ড-এ নামও লিখিয়েছেন তিনি।রবিবার ভোর সাড়ে ৫টায় এমএলএসের ম্যাচে ইন্টার মায়ামি ও নিউ ইংল্যান্ড রেভ্যুলেশন মুখোমুখি হয়েছিল। ম্যাচটিতে ৪-১ গোলে জয় পায় মায়ামি।ম্যাচের শুরুতে মায়ামি প্রতিপক্ষের গোলে পিছিয়ে যায়। মায়ামি সমতায় ফেরে ৩২ মিনিটে। বিরতির পরে মেসি জোড়া গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। আর তাতেই রেকর্ড গড়েন মেসি।

রেকর্ড গুলি হল-

**মার্কিন সকার লিগে এখনও পর্যন্ত মেসিই প্রথম ফুটবলার যিনি এক মরসুমে ৫টি পৃথক ম্যাচে একাধিক গোলের দেখা পেয়েছেন।

**মরসুমের প্রথম ৭ ম্যাচ থেকে ১৬টি গোল করে রেকর্ড গড়েছেন তিনি। এখন পর্যন্ত প্রথম ৭টি ম্যাচ থেকে এত গোল কোনও ফুটবলার করতে পারেননি। ম্যাচের শেষ দিকে বেঞ্জামিন ক্রেমাশ্চি ও লুইস সুয়ারেজের গোল করে মায়ামির জয় নিশ্চিত করেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত ৪-১ গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে মেসির মায়ামি।

কসবায় বিজেপি কর্মীকে চপারের কোপ মারার অভিযোগ, পুলিশের দ্বারস্থ দেবশ্রী চৌধুরী

কসবা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা সাংগঠনিক জেলার কসবা মণ্ডল সভাপতি সরস্বতী সরকারকে চপারের কোপ মারার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে আনন্দপুর থানার সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মীরা। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী সরস্বতী দেবীর বাড়িতে যান। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসেন। ওসির সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু, ওসি থানায় না থাকায় কথা হয়নি। যদিও হামলার কথা অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবির।

এদিকে এ ঘটনায় যাঁরা অভিযুক্ত তাঁদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন আন্দোলনরত বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি কর্মীদের নিয়ে থানার গেটের সামনে বসে অবস্থান বিক্ষোভ করতে দেখা যায় দেবশ্রী চৌধুরীকে। চলতে থাকে স্লোগান। মমতার সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, "একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্ব চলছে, দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূলের মহিলা প্রার্থী মালা রায় ভোট চাইছে মেয়েদের এই করার জন্য? একজন মহিলাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।"

সুর চড়াতে দেখা যায় পুলিশের বিরুদ্ধে। ওসির দেখা না পেয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন দেবশ্রী। বলেন, "থানায় তো নেই। স্নান করতে গিয়েছেন। স্নান করে মাংস ভাত খাবেন। তারপর সুখটান দেবেন। দিয়ে সুশান্ত ঘোষকে ফোন করবেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। উনি যতক্ষণ না আসেন আমরা এখানে বসে থাকব। দেখি ওনার হজম হতে কতক্ষণ লাগে। তারপর ওষুধ নিয়ে আসব।"

আইএসএল: রবিবার ঘরের মাঠে মোহনবাগানের কাছে সেমিফাইনালটা যেন ফাইনাল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল(হি.স.): রবিবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ঘরের মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের কাছে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচটা যেন ফাইনাল। খেতাব ধরে রাখার লড়াই এদিন।কিছুদিন আগে হাবাস বাহিনী প্রথম বার আইএসএলে লিগ শিল্ড জিতে ইতিহাস গড়েছে। এবার নকআউট ট্রফি জিততে পারলে দারুণ একটা ব্যাপার হবে। কিন্তু কাজটা কিছুটা কঠিন হয়েছে। কারণ প্রথম লেগে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ওড়িশার কাছে মোহনবাগান হেরে বসে আছে ১-২ ব্যবধানে। ফাইনালে যেতে হলে রবিবার মোহনবাগানকে ঘরের মাঠে জিততেই হবে।ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে হাবাস বলছেন, 'প্রথম লেগ হারলেও ফিরতি লেগ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। রবিবার একশ শতাংশ দিয়েই জিততে চাই। আমাদের কাছে আজ সেমিফাইনালটা যেন ফাইনাল'।

বিজেপি কখনই এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণ সরাতে দেবে না: অমিত শাহ

এটাওয়া, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপি কখনই এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণ সরাতে দেবে না, এই মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি রবিবার উত্তর প্রদেশের এটাওয়ায় একটি জনসভায় ভাষণে একথা বলেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন যে বিজেপি দেশ থেকে এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণের অবসান ঘটাতে চায়। শাহ রবিবার এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন।বিজেপি প্রার্থী রাজবীর সিং 'রাজু ভাইয়া' এর সমর্থনে এটাওয়ায় আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদী প্রতিটি দরিদ্রের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর কাজ করেছেন। ভাষণে তিনি ইন্ডি জোটেরও কড়া নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের দুই দফায় বিরোধী দলগুলোর জোট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই জোটের প্রধান দল এসপি একটি আসনও পাবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি রাজু ভাইয়াকে সাংসদ বানাতে জনগণের কাছে আবেদন জানান। তিনি এদিন আরও বলেন, এখন আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে রাম মন্দির তৈরি করেছেন তাকে ভোট দেবেন নাকি যারা রাম ভক্তদের উপর গুলি চালিয়েছেন তাদের জয়ী করবেন। কংগ্রেস এবং এসপি রাম মন্দির নির্মাণকে আটকে রেখেছিল। সেখানে রামলালার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, এই কথাও এদিন উল্লেখ করেন অমিত শাহ।

বারাণসীর হাইওয়েতে একটি ট্রলারের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত ১

বারাণসী, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বারাণসীর হাইওয়েতে একটি ট্রলারের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোররাতে রোহানিয়া থানা এলাকার মোহনসরাই মোড়ের কাছে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে পাথর বোঝাই একটি ট্রলারের সংঘর্ষে এক ট্রাক চালকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রলার চালক ঘটনাস্থলেই গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকে আটকে পড়া চালককে উদ্ধার করে ট্রমা সেন্টারে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসক চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তিস্তা খাল থেকে নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার তিস্তা খাল থেকে তিন দিন ধরে নিখোঁজ এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শিলিগুড়ি বিভাগের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের তিস্তা খাল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম মহেশ চৌধুরী। তিনি শিলিগুড়ির বঙ্কিম নগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। নিহত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ফুলবাড়ী এলাকায় হার্ডওয়ারের দোকান চালাতেন।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ২৫ এপ্রিল দুপুরে মহেশ খাবারের জন্য দোকান থেকে বেরিয়েছিলেন। এরপর হঠাৎ করেই নিখোঁজ হন তিনি। অনেক জায়গায় মহেশকে খোঁজার পর এন.জে.পি. থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জলাস নিজাম তারা এলাকার তিস্তা খালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ফাঁসিদেব থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে খাল থেকে দেহ উদ্ধার করে। এরপর মহেশ চৌধুরীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ। পরিবারের লোকজন এসে দেহ মহেশ চৌধুরীর বলে শনাক্ত করেন। পরে পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এটি খুন নাকি আত্মহত্যা, তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

অসমে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব, তছনছ বিস্তীর্ণ অঞ্চল

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্যের উজান থেকে নিম্ন, পাহাড়ি জেলা থেকে বরাক উপত্যকা, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গতকাল রাতে কামরূপ মেট্রো, কামরূপ গ্রামীণ, উজানের ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, শিবসাগর, গোলাঘাট, চড়াইদেও, কারবি আংলং, ডিমা হাসাও, কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বরপেটা, ধুবড়ি প্রভৃতি জেলায় তাণ্ডব চালিয়েছে ঝড়-তুফান, বৃষ্টি। কোথাও কোথাও ঘূর্ণিঝড়েরও শিকার হয়েছেন মানুষ।

গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত। মাটিতে গড়গড়ি খাচ্ছে গ্রামগুলির প্রায় সব বাড়িঘর। বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি এবং কন্ডাক্টর সহ পরিকাঠামোগুলোও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ঝড়ে গবাদি পশু ও মানুষের বহু সম্পত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শতাধিক গাছগাছালি উপড়ে পড়েছে।

বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর গাছ কিংবা গাছের ডাল পড়ে যাওয়ায় অসংখ্য বিদ্যুতের খুঁটি ধরাশায়ী হয়েছে। ফলে শতাধিক গ্রাম বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাস্তায় গাছ পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু এলাকা। এছাড়া কৃষকদের ঝিঙা, মিষ্টিকুমড়ো, কুমড়ো জাতীয় মরশুমি সবজি খেতেরও বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।

এভাবে বহু এলাকায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে বিদ্যালয়, গাছ পড়ে ভূপতিত হয়ে গেছে। গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে বহু বসতঘরে, পাশাপাশি বহু ঘরের টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে মাঠে-ময়দানে ফেলেছে। গৃহস্থদের ঘরের আসবাবপত্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। বিস্তর ক্ষতি হয়েছে বহু স্কুল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেরও। ঝড়ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বহু এলাকায় রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটেছে।

কারস্টেন ও গিলেস্পিই পাকিস্তান দলের নতুন কোচ হলেন

করাচি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল গ্যারি কারস্টেন এবং জেসন গিলেস্পির পাকিস্তান দলের কোচ হওয়া নিয়ে।শেষ পর্যন্ত গুঞ্জন সত্যি হল। পাকিস্তানের নতুন কোচ হতে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ওপেনার গ্যারি কারস্টেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার জেসন গিলেস্পি।পাকিস্তানের সাদা বলের প্রধান কোচ হচ্ছেন কারস্টেন। আর লাল বলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পাচ্ছেন গিলেস্পি। আর সব সংস্করণেই পাকিস্তানের সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার আজহার মেহমুদ। রবিবার এই বিষয়টি জানিয়েছেন পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি। আর আজহার মেহমুদ বর্তমানে দলটির অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব পালন করছেন।

জম্মুতে মিষ্টির দোকান লক্ষ্য করে গুলি, আতঙ্ক এলাকায়

শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): শনিবার রাতে জম্মুর উপকণ্ঠে মিরান সাহেব এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানকে নিশানা করে চললো কয়েক রাউন্ড গুলি।

রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন ব্যক্তি বাইকে চেপে ওই এলাকায় আসে। একটি মিষ্টির দোকানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বাইক নিয়ে চম্পট দেয় তারা। মিষ্টির দোকানে গোলাগুলির খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের জন্য অভিযুক্তরা এমন কাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

কেজরিওয়ালের সমর্থনে ওয়াকাথন আম আদমি পার্টির

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমর্থনে রবিবার ওয়াকাথনের আয়োজন করলো আম আদমি পার্টি।

এএপি-র অতিশী, সৌরভ ভরদ্বাজের নেতৃত্বে ওয়াকাথন হয় এদিন। বিজেপির বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করতে এবং জেলবন্দি কেজরিওয়ালকে সমর্থন জানাতে এই ওয়াকাথনের আয়োজন বলে জানিয়েছেন এএপি নেতা সোমনাথ ভারতী। তিনি বলেন, কাউকে দোষ না করেও জেলে থাকতে হয়। আর কেউ বড় দুর্নীতি করেও বিজেপিতে যোগ দিলে তার সব দোষ ধুয়ে যায়। এমনকি বিজেপিতে ভাল পদ পেয়ে যায় সে। বিজেপি অনেকটা 'ওয়াশিং মেশিন'-এর মতো হয়ে গেছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

বিহারে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত দুই জওয়ান, আহত একাধিক

পাটনা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বিহারে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে ২ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। একাধিক জওয়ান আহত হয়েছেন। রবিবার বিহারের সুপৌলে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি বাসভর্তি করে জওয়ানরা যাচ্ছিলেন। ওই বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের ভয়াবহ সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় দু"জন জওয়ান নিহত হন এবং ১২ জনেরও বেশি জওয়ান আহত হন।

জানা গিয়েছে, গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইন কমপ্লেক্স থেকে ২৪২ জন জওয়ান তিনটি বাসে করে সুপৌলের দিকে যাচ্ছিলেন। বাসের কর্মীরা বারিমা মোড়ের কাছে জাতীয় সড়কের পাশে একটি হোটেলে বাস থামিয়ে খাবার খেতে যান। সেসময় কয়েকজন জওয়ান বাসের মধ্যেই ছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পেছনে সজোরে এসে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই সেনা জওয়ানের। মৃতদের নাম হল পবন মাহাতো ও অশোক ওরাওঁ। ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিশাল সংখ্যক পুলিশ। দুর্ঘটনার পর ডিএম মাকসুদ আলম ও এসপি স্বর্ণা প্রভাতও সদর হাসপাতালে যান।

শিমলায় খাদে গাড়ি পড়ে মৃত ২ যুবক

শিমলা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : শিমলায় একটি গাড়ি খাদে পড়ে ২ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে ২ যুবক আহতও হয়েছেন। শনিবার গভীর রাতে শিমলা জেলার থিওয়োগ মহকুমার কিরাতুতে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কিরাতু থেকে থিওয়োগ ধরমপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। গাড়ির চালক রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে প্রায় ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। পুলিশ স্থানীয়দের সাহায্যে গাড়ির যাত্রীদের বার করে আনে। দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা হলেন, অঙ্কুশ (২৫) এবং অভিষেক (২৩)। আহতরা হলেন, ললিত ও দলীপ। আহতদের প্রথমে থিওয়োগ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারপর তাঁদের আইজিএমসিতে রেফার করা হয়েছে। রবিবার সকালে থিওয়োগের ডিএসপি সিদ্ধার্থ শর্মা জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলির ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। আহত দুইজনের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। এই দুর্ঘটনার জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিজেপি-বিজেডির সমঝোতা হয়ে গিয়েছে: রাহুল

কেন্দ্রপাড়া, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): রবিবার ওড়িশায় নির্বাচনী প্রচারে এসে একযোগে বিজেপি এবং বিজেডিকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

তিনি বলেন, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এই দুজন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে কিন্তু আসলে এদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েককে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, বাইরে থেকে তিনি দেখানোর চেষ্টা করছেন যেন তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে কাজ করছেন। কিন্তু আসলে তিনি বিজেপির কথামত কাজ করছেন। এখানকার মানুষদের বোকা বানিয়ে লুঠ করছে এই দুই দল।

সন্দেশখালি নিয়ে নাড্ডার নিশানা, প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রবিবার তৃণমূলকে নিশানা করেন বিজেপি সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এরই প্রেক্ষিতে নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানালো তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলের প্রবীণ নেতা সৌগত রায় বলেন, সন্দেশখালির ঘটনা বাংলার ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র একটি জায়গার ঘটনা। তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, সন্দেশখালির ঘটনায় সব অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছেন। বরং তিনি প্রশ্ন তোলেন, যেসব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে মহিলাদের ওপর নির্যাতন হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

উল্লেখ্য, রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও বার্তায় তৃণমূলকে নিশানা করে জে পি নাড্ডা বলেন, সন্দেশখালিতে নারীদের মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষায় যাওয়া তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের ওপরও হামলা হয়েছে। বাংলায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। এনএসজি কমান্ডোদের আসতে হচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। তিনি বলেন, মমতা দিদি বাংলাকে কীসে পরিণত করেছেন? যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর শোনা যেত, সেখানে এখন বোমা-বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলায় অরাজকতা সৃষ্টি করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আবগারি দফতরের বড় সাফল্য, ভোপালে বাজেয়াপ্ত ২ কোটি টাকার অবৈধ মদ

ভোপাল, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : বড় সাফল্য পেল আবগারি দফতর। ভোপালে ২ কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে আবগারি দফতর। লোকসভা নির্বাচনের জন্য ধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে আবগারি দফতর।

এই তল্লাশি চালিয়ে শনিবার গভীর রাতে ভোপাল থেকে ২ কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রবিবারও এই তল্লাশি অভিযান চলছে। মদ সহ নগদ অর্থও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আরজি ভাদৌরিয়া। তিনি জানান, কালেক্টর কৌশলেন্দ্র বিক্রম সিং এবং সহকারী আবগারি কমিশনার দীপম রাইকুরার নির্দেশে অভিযানের জন্য বিভিন্ন দল গঠন করা হয়েছে।

ভারত বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে : এআইসিএফ সচিব দেব প্যাটেল

গুজরাট, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): নবনির্বাচিত অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন (এআইসিএফ) সেক্রেটারি দেব প্যাটেল বৃহস্পতিবার বলেছেন যে ভারত এই বছরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের টিন সেনসেশন ডি. গুকেশ এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চীনের ডিং লিরেনের মধ্যে লড়াইয়ের হোস্টিং পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে।

উল্লেখ্য, সোমবার টরন্টোতে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট জিতে গুকেশ বিশ্ব খেতাবের জন্য সর্বকনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন। বছরের শেষ দিকে যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর হবে সেই আসরের জন্য ভারত আয়োজক হওয়ার জন্য বিড করবে। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর কবে হবে তার তারিখ ও স্থান এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

এআইসিএফ সেক্রেটারি বলেছেন,'আমরা ফিডে, শীর্ষ দাবা সংস্থার সাথে আলোচনার জন্য তৈরি, এবং আমরা নিশ্চিত যে সেরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতে অনুষ্ঠিত হবে।' সেইসঙ্গে তিনি বলেছেন,'এআইসিএফ শুক্রবার এই বিষয়ে ফিডের সাথে যোগাযোগ করব।'

তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান ভাটপাড়ার কাউন্সিলরের

বারাকপুর, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর সত্যেন রায়ের। ভাটপাড়া পুরসভা ১০ নং ওয়ার্ডের তৃনমুল কাউন্সিলর সত্যেন রায় বৃহস্পতিবার জগদ্দল মজদুর ভবনে বিজেপিতে যোগদান করেন।

সত্যেন রায়ের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন তিনি তৃণমূলে ছিলেন। কিন্তু দলে তিনি কোনও সম্মান পাননি। উল্টে তৃণমূলের গুন্ডারা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের মধ্যে মারধর করেন বলে অভিযোগ। মারধর করা হয় তাঁর ছেলেকেও।

বৃহস্পতিবার অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পতাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন সত্যেন রায়। সত্যেন রায় বলেন, "আমার তো একটা আত্মসম্মান রয়েছে। আজকে আমার ভাইকে মারল, দল কোনও ব্যবস্থা নিল না। পরে আমাকে ফোন করে হুমকি দিচ্ছে। এই দল আর করব না। আমি দলের জন্মলগ্ন থেকে দল করতাম। কিন্তু সেই তৃণমূল আর এই তৃণমূল নেই।"

মঙ্গলবার ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সত্যেন রায় এবং তাঁর ছেলে শানু রায়কে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় এসে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় দেবরাজ নামে তৃণমূলেরই এক কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। শীর্ষ নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন কাউন্সিলর। কিন্তু দল কোনও ব্যবস্থা করেনি বলে অভিযোগ করেন কাউন্সিলর। মঙ্গলবার রাতে ওই আক্রান্ত কাউন্সিলরের বাড়িতে দেখা করতে যান বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তারপরই বৃহস্পতিবার যোগদান।

বারামতীতে ঘরে-ঘরে প্রচারে সুপ্রিয়া সুলে, অংশ নিলেন পদযাত্রায়

বারামতী, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বারামতীতে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে ঘরে-ঘরে প্রচার সারলেন এনসিপি-এসসিপি প্রার্থী সুপ্রিয়া সুলে। অংশ নেন পদযাত্রায়। দুই হাত তুলে বারামতীর বাসিন্দারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। জনতার আশীর্বাদ পেয়ে আনন্দ ব্যক্ত করেছেন সুপ্রিয়া সুলে। সুপ্রিয়া সুলে এদিন বলেছেন, 'গত ১৫ বছর ধরে এই আসনে আছি আমি। আমার বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটে। সবার সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে... এই নির্বাচনী এলাকা আমার পরিবারের একটি অংশ। আমি আমার স্বামী এবং সন্তানদের সাথে কম সময় কাটিয়েছি এবং এখানকার জনগণের সঙ্গে বেশি সময় কাটিয়েছি.

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য সুন্দর দাস এবং কৌস্তভ বাগচীর তিনটি আলাদা আলাদা আবেদনের ভিত্তিতে এই মামলা গ্রহণ করে আদালত। আদালতের প্রশাসনিক দিক যা প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে রয়েছে, সেখানে ঠিক হবে এই মামলা কোন বেঞ্চ শুনবে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর বলা বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দিয়েছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। হলফনামায় মুখ্যমন্ত্রীকে সাবধান করার আবেদন জানিয়েছেন বিকাশ রঞ্জন। বিচারপতি তখন বলেন, "এর আগেও হাইকোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করেছে।" বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বারবার বিভিন্ন জায়গায় বিচারপতি, বিচার প্রক্রিয়া, বিচার ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছেন।"

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলই বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাতে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম দশম, একাদশ দ্বাদশের মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫ হাজারের কিছু বেশি জনের চাকরিতে বেনিয়ম রয়েছে। তবে আদালতের বক্তব্য, রাজ্য সরকার কিংবা এসএসসি-র তরফে যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করে দেওয়া হয়নি। নিয়োগ বাতিলের রায়কে 'বেআইনি' বলে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে গিয়েও এই নিয়ে মন্তব্য করেছেন। আউশগ্রামে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, " আমিও আইনের ছাত্রী ছিলাম, এখনও বার কাউন্সিলের মেম্বার। আমি জাজেস নিয়ে কথা বলব না। কিন্তু জাজমেন্ট নিয়ে কথা বলার অধিকার আমার আছে। " হাইকোর্টের রায় প্রভাবিত বলেও বিজেপিকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টে মেইল করে অভিযোগ জানিয়েছেন।

হেমবতি নন্দন বহুগুণাকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতি নন্দন বহুগুণাকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতী নন্দন বহুগুনার জন্মবার্ষিকী। ওঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে যোগী আদিত্যনাথ যোজনা ভবনে অবস্থিত হেমবতি নন্দন বহুগুণার মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এই শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে হেমবতি নন্দন বহুগুণার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানান।

আদিবাসীদের অধিকার

● প্রথম পাতার পর

বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, আদিবাসীরা কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে আদিবাসী কংগ্রেস বহু বছর ধরে লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছে। আগামী দিনেও থাকবে। আগামী দিনে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজ্যে আরও শক্তিশালী আকারে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে বলে জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

রাতের আধারে দোকানে আগুন

● প্রথম পাতার পর

তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং ঘটনার সত্যতা তিনি খুঁজে পান। এই ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পায় চারপাশে থাকা বাড়িঘর।

যদি বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতো ওই এলাকায় গতকাল গভীর রাতে তবে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হতো বলে ধারণা এলাকাবাসীর। তবে কারা এই কাজ করলো সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। উক্ত বিষয় নিয়ে সিন্টু সরকার কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে দোকান মালিক সিন্টু সরকার বলেন তিনি শাসকদলের একজন সক্রিয় কর্মী। তাই রাজনৈতিক স্বার্থচরিতার্থ করতেই দুষ্কৃতীরা উনার দোকানের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন পুলিশ প্রশাসনের কাছে।

চম্পকনগর গুলিকান্ডে ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

গুলি চালায় ও তার সহযোগীদের নিয়ে পালিয়ে যায়। রবীন্দ্র দেববর্মার গুলিতে কেউ জখম না হলেও তাদের মারে জখম হয় চিরঞ্জিত দেবনাথ। ১৫ই এপ্রিল চিরঞ্জিত দেবনাথ চম্পকনগর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। খবর পেয়ে চম্পকনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পিস্তলের খালি কার্তুজ উদ্ধার করে। চিরঞ্জীব দেবনাথ ১৫ই এপ্রিল চম্পকনগর থানায় রবীন্দ্র দেবনাথ ও তার সহযোগীদের নামধাম দিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সঞ্জিত দেববর্মা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। পড়ে গোপন খবরের ভিত্তিতে গত ২৬ এপ্রিল রাতে খুমলুঙ বাড়ি থেকে ঘটনার মূল অভিযুক্ত রবীন্দ্র দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে চম্পকনগর থানার পুলিশ। গতকাল তাকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হয়। আদালত তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। পুলিশ রিমান্ডে কা জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ খুমলুঙ্গ তার বাড়ির কাছ থেকে ঘটনায় ব্যবহৃত পিস্তল সহ তিন রাউন্ড গুলি ও দুইটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করে শনিবার গভীর রাতে। তবে ঘটনার সূত্রপাত এখনো রহস্যজনক।

ছেলের বিরুদ্ধে প্রশাসনের

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যু হলেই রাহুল সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নিতে চাইছিল। কিন্তু তাতে তার মা বাধা দেয়। তারপর থেকেই বিভিন্ন সময় সম্পত্তির কারণে মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল রাহুল। দিনের পর দিন ছেলের অত্যাচার সহ্য করে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন অঞ্জু দেবী। শেষ পর্যন্ত থানায় ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ছেলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন জন্মদায়ী মা। ছেলে রাহুলের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে ছি ছি রব উঠেছে এলাকাজুড়ে।

লামডিং বদরপুর লাইনে

● প্রথম পাতার পর

নাহরলগুন থেকে বাতিল থাকবে। ২৯ এপ্রিল ১৫৬১১ রঙিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা রঙিয়া থেকে যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। ১৫৬১২ শিলচর-রঙিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা ৩০ এপ্রিল শিলচর থেকে বাতিল থাকবে।

অন্যদিকে ১৫৬১৭ গুয়াহাটি-দুল্লভছড়া এক্সপ্রেস ২৯ এপ্রিল গুয়াহাটি থেকে যাত্রা বাতিল করার পাশাপাশি ৩০ এপ্রিল ১৫৬১৮ দুল্লভছড়া-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসেরও যাত্রা বাতিল করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া ০১৬৬৬ আগরতলা-রানি কমলাবতী এক্সপ্রেস ট্রেনটি আগরতলা থেকে বিকাল তিনটার পরিবর্তে ২৯ এপ্রিল রাত ১১টায় ছাড়বে। তাছাড়া ২০৫০১ আগরতলা-আনন্দবিহার তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ২৯ এপ্রিল রাত ১০টায় আগরতলা থেকে যাত্রা করবে। ৩০ এপ্রিল শিলচর-নয়াদিল্লি পূর্বোত্তর সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস রাত ৮.০০টার পরিবর্তে শিলচর থেকে ১১টা ৫০ মিনিটে রওয়ানা দেবে বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

এদিকে বেশ কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেনের যাত্রা বাতিল করায় শিলচর, করিমগঞ্জ, হইলাকান্দি, ত্রিপুরা, মিজোরামের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।

মিথ্যাচার করে দেশের

● প্রথম পাতার পর

করার জন্য কোনো নাম নেই, সে কারণেই প্রতিবছর নতুন প্রধানমন্ত্রীর ফর্মুলা নিয়ে বেরিয়েছে এই জোট। দেশের জনগণ তাদের ভোট নষ্ট করতে পারে না। কর্ণাটকে নতুন শিক্ষানীতি নিষিদ্ধ করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস দেশে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির পাপ করেছে। প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিজেই বলতেন যে সরকার থেকে পাঠানো ১০০ পয়সার মধ্যে মাত্র ১৫ পয়সা সুবিধাভোগীকে পাঠানো হয়। কংগ্রেস সরকারে, ১০ কোটি এমন সুবিধাভোগীকে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যারা কখনও জন্মগ্রহণ করেননি এবং বিজেপি এই নামগুলি মুছে ফেলে দুর্নীতির অবসান ঘটিয়েছে, আজ পুরো সুবিধাটি সরাসরি ডিবিটি-এর মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। কংগ্রেসের কর্ণাটক সরকার এসসি, এসটি কল্যাণ তহবিলের ১১ হাজার কোটি টাকা অন্য কোনও খাতে বিতরণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে গত ১০ বছরে, বিজেপি এবং এনডিএ সরকারগুলি দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক কাজ করেছে, যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। এখন পর্যন্ত কংগ্রেস পার্টি মানসিকভাবে ব্রিটিশদের দাস ছিল, কংগ্রেস নেতারা তেরঙ্গা তুলে স্বাধীনতার কথা বলতেন কিন্তু প্রতিটি আইন-শৃঙ্খলায় তারা মানসিকভাবে ব্রিটিশদের দাস ছিল। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার দাসত্বের সময় থেকে অনুপ্রাণিত প্রাক-স্বাধীনতা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে সরিয়ে দেয় এবং এখন ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় শাস্তি নয়, নাগরিকদের ন্যায়বিচার প্রদানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে সন্ত্রাস সংক্রান্ত আইনও আগের চেয়ে আরও কঠোর করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক সাক্ষ্য সংক্রান্ত ভারতীয় সাক্ষ্য আইনে নতুন বিধান আনা হয়েছে। ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়ার পরে, এই সংহিতা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য খুব সহায়ক হতে চলেছে, তবে কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পুরো রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

মোদী বলেন, যে বেলগাভিতে এক আদিবাসী বোনের সাথে যা ঘটেছে, চিক্কোডিতে একজন জৈন সন্ন্যাসীর সাথে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। সম্প্রতি, হুবলির কলেজ ক্যাম্পাসে একটি মেয়ের সাথে যা ঘটেছিল তা সারা দেশ কাঁপিয়ে দিয়েছে। সেই মেয়ের পরিবার বিচার দাবি করতে থাকে কিন্তু কংগ্রেস সরকার তোষণ ছাড়া কোনও কিছুই করেনি। কংগ্রেসের কাছে নেহার মতো কন্যাদের কোনও মূল্য নেই, কংগ্রেস কেবল তার ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে চিন্তিত। এমনকি যখন বেঙ্গালুরুতে একটি ক্যাফেতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল, কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে এটি নিয়ে কোনও গুরুতর পদক্ষেপ নেয়নি। কংগ্রেস বলেছে এখানে শুধু গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে। কংগ্রেসকে জবাব দিতে হবে কেন জনগণের চোখে ধুলো দিচ্ছে? আইনশৃঙ্খলা বজায় না থাকলে কংগ্রেসের রাজনীতি থেকেও পদত্যাগ করা উচিত। কংগ্রেস শুধু একটি আসন জেতার জন্য পিএফআই এবং এসডিপিআই-এর মতো দেশবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে সমর্থন করছে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পিএফআই-এর মতো সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। কংগ্রেস আমাদের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম লিখেছে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক এবং তোষণের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আজও কংগ্রেসের যুবরাজরা একই পাপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কংগ্রেস যুবরাজের বক্তব্য ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং তোষণের রাজনীতির জন্যই ভেবেচিন্তে দেওয়া একটি বক্তব্য। কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতির মানসিকতা তাদের ইস্তেহারেও প্রতিফলিত হয়েছে। রাহুল গান্ধী তার ভোটব্যাঙ্ক এবং তোষণের রাজনীতির জন্য দেশের রাজা ও সম্রাটদের অসম্মান করেন, কিন্তু ভারতে যেসব নবাব, নিজাম, সুলতানরা নৃশংসতা চালিয়েছিল তাদের কথা বলার সময় যুবরাজের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেস ঔরঙ্গজেবের নৃশংসতার কথা মনে রাখে না। দেশের শত শত মন্দির ধ্বংস করা ঔরঙ্গজেবকে মহিমান্বিত করা দলের সাথে জোট বাঁধে তারা। কংগ্রেস সেইসব হানাদারদের মনে রাখে না যারা সারা দেশে লুটপাট চালিয়েছিল ও হত্যা করেছিল, কংগ্রেস সেই নবাবদের মনে রাখে না যারা ভারত ভাগে বড় ভূমিকা রেখেছিল। কংগ্রেসের যুবরাজ যখন রাজা-মহারাজাদের কটাক্ষ করেন তাদের মনে রাখা উচিত যে বেনারসের রাজা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রাণী অহল্যাবাই হোলকার মন্দিরগুলি পুনর্গঠন করে আমাদের বিশ্বাস অটুট রেখেছিলেন এবং বরোদার মহারাজা বাবা সাহেব আম্বেদকরের প্রতিভা বুঝতে পেরে তাঁকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ।কংগ্রেসের যুবরাজ এই রাজা-সম্রাটদের অবদানের কথা মনে রাখেন না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ গোটা দেশ বুঝতে পেরেছে যে যেখানেই কংগ্রেস এসেছে, সেখানেই ক্ষতি হয়েছে। কর্ণাটকে বিজেপি সরকারের আমলে ভারতের প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের একটি বড় অংশ কর্ণাটকে আসত। কিন্তু কংগ্রেস সরকার গঠনের পর সমস্ত রাস্তা ও সেচের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ সমস্যার জন্য শিল্পক্ষেত্র ও জনসাধারণ অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের একত্রিত করতে, এনডিএ সরকার এফপিও, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং সমবায় গোষ্ঠী সহ তিনটি ব্যবস্থার উপর জোর দিচ্ছে। বিজেপির আমলে সারা দেশে ৮০০০টি নতুন কৃষক সংঘ গঠিত হয়েছে। বিজেপি সরকার পেট্রোলে ইথানলের পরিমাণ বাড়ানোর ফলে আখ চাষিরা ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। চিনিকলের বকেয়া পাওনা সমস্যারও সমাধান হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস কৃষকদের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা বড় অন্যায়। কর্ণাটকে বিজেপি সরকারের আমলে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হতো, কিন্তু কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে রাজ্যের দেওয়া ৪ হাজার টাকা বন্ধ করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে মোদী যে ৬ হাজার টাকা পাঠান, এখন কৃষকরা সেটাই পান। ২০১৪ সাল পর্যন্ত কর্ণাটকে মাত্র ২৪টি জাতীয় সড়ক ছিল কিন্তু আজ তাদের সংখ্যা বেড়ে ৪৭ হয়েছে। দাওনগেরে এবং হরিহরা রেলওয়ে স্টেশন আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন যে জেলেদের জন্য একটি বন্দরও তৈরি করা হচ্ছে। এটি বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টার ফল যে এই অঞ্চলটি একটি আইআইটি, আধুনিক সুবিধা সহ একটি রেলস্টেশন পেয়েছে। বিজেপি সরকার ঐতিহ্যের পাশাপাশি বিকাশের মন্ত্র নিয়ে কাজ করে। যখন শক্তিশালী সরকার থাকে তখন বিশ্বও তার ওপর আস্থা রাখে। আজ বিজেপি সরকারের অধীনে, সারা বিশ্বে ভারত মহিমান্বিত হচ্ছে। জনগণের মূল্যবান ভোটের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। কারণ একটা ভোটের কতটা শক্তি সেটা এই ১০ বছরে ভারতের জনগণ দেখেছেন। আজ মোদী সরাসরি বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষরা রামমন্দির নির্মাণের জন্য ৫০০ বছর ধরে লড়াই করেছেন এবং তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আজ অযোধ্যায় ভগবান শ্রী রামের বিশাল মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং রামলালা সেই বিশাল মন্দিরে অধিষ্ঠিত। কংগ্রেস তোষণ এবং ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য রাম মন্দির নির্মাণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করে। অযোধ্যার আনসারি পরিবার সারাজীবন রাম মন্দিরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা লড়েছে। কিন্তু আদালত যখন বলেছিল যে ওখানে শুধুমাত্র রাম মন্দির তৈরি হবে, তখন পুরো আনসারি পরিবারও রামলালার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। বিজেপি সরকার সারা বিশ্বে আয়ুর্বেদের প্রচার করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকার একটি পৃথক আয়ুষ মন্ত্রক গঠন করেছে। কর্ণাটকের বিখ্যাত সিরসি সুপারিও বিজেপি সরকারের অধীনে জিআই ট্যাগ পেয়েছে। আজ সারা বিশ্বে জোয়ার ও বাজরার ব্যবহার বেড়েছে এবং এর সুফল সরাসরি কর্ণাটক ও দেশের কৃষকদের কাছে পৌঁছেছে। বিজেপি সরকার এই অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজেপি সরকারের অধীনে প্রথমবারের মতো, মৎস্য চাষের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রক গঠন করা হয়, মৎস্য চাষের জন্য ক্রেডিট কার্ড এর সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, ২০ হাজার কোটি টাকার মৎস্য সম্পদ যোজনা করা হয়েছিল এবং বিজেপি তার সংকল্প পত্রে জেলেদের গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছে। মাছ ধরার জন্য একটি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার তৈরিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যার সুফল সরাসরি মৎস্যজীবীরা পাবেন।

শ্রী মোদী বলেন যে কর্ণাটকে জনগণ কংগ্রেসকে তাদের অন্যায়ের শাস্তি দেবে। এটি মোদীর গ্যারান্টি যে এখানকার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের সব সুবিধা পেতে থাকবে। মোদী গ্রাম উন্নয়ন, কৃষক, যুব ও নারী শক্তির ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জনগণের সম্পদ বৃদ্ধিতে নিয়োজিত। কিন্তু কংগ্রেসের যুবরাজ জনগণের সম্পদের সমীক্ষা করার কথা বলছেন, তা নিয়ে তাদের ভোটব্যাঙ্কের লোকেদের দিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। দেশের মানুষ তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ লুট হতে দেবে না। যতদিন মোদী বেঁচে থাকবে ততদিন কংগ্রেস এই পরিকল্পনায় সফল হবে না। কংগ্রেস উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতেও কর আরোপের ঘোষণা করেছে। প্রত্যেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের জন্য কিছু সম্পত্তি বা সঞ্চয় করা অর্থ রেখে যান। কংগ্রেস তার উপরও ৫৫ শতাংশ কর আরোপের কথা বলছে। নিজের ভোটব্যাঙ্ককে তোষণ করতে কংগ্রেস দেশের বাকি জনগণের সম্পত্তি লুট করতে চায়। ডঃ মনমোহন সিং বলেছিলেন যে দেশের সম্পদের উপর প্রথম অধিকার একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের। এই ধরনের চিন্তাভাবনাই কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে বিজেপি কিত্তুর রানী চেন্নামার থেকে অনুপ্রেরণা নেয়, তাই এনডিএ সরকার মহিলাদের জন্য সেনাবাহিনীর প্রতিটি ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে। আমাদের মেয়েরাও এখন সামরিক স্কুলে পড়তে পারছে। বিজেপি সরকারের নীতির কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে নারীর সংখ্যা এখন দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। দেশের মানুষের স্বপ্নই মোদীর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে মোদীর প্রতি মুহূর্ত দেশের জন্য নিয়োজিত। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ২৪অ৭ কাজ করছেন মোদী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত জনতার কাছে স্থানীয় বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে বিজয়ী করে দেশে আবার মোদী সরকার গঠন করার এবং একটি বিকশিত ভারত গড়তে অবদান রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

গরমে জলকষ্ট ও

● প্রথম পাতার পর

বিকল্প তেমন কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে জানা গেছে। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে কৈলাসহরের বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের অফিসের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যাচ্ছে শহরের মানুষ। চলতি মাসের ২৬ তারিখ প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে যায়। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায় এবং বিশাল আকৃতির গাছ বিদ্যুতের তারের উপর পড়ে যায়। যার ফলে গোটা কৈলাসহরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বিপাকে পড়ে স্থানীয়রা দফায় দফায় কৈলাসহরের বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডকে জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তাই আজ শহরবাসী বাধ্য হয়ে কৈলাসহরের বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের অফিসের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই পথ অবরোধ করার ফলে রাস্তার দু''পাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারীরা। যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম মতিরঞ্জন দেববর্মা। উনারা এসে দীর্ঘ সময় অবরোধকারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু অবরোধকারীদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত না বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা পথ অবরোধ মুক্ত করবে না। যদিও দীর্ঘ সময় পথ অবরোধ থাকার পর দ্রুত সারাইয়ের আশ্বাসে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা। এই তীব্র গরমে জল ও বিদ্যুতের অভাবে কৈলাসহরে জনজীবন একপ্রকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

AFFIDAVIT

I, Sri - Majumdar Biswajit S/o. Sri Niranjan Majumder resi- dent of North Jolaibari, PO-Jolaibari, PS-Baikhora, Dist - South * Tripura, Pin-799141 do hereby declare that I have changed my name from Biswajit Majumdar to = Biswajit Majumder and - henceforth I shall be = known as Biswajit Majumder in all purpose, vide Affi-davit no 296/APR/ 24 sworn before the No-tary Public at Agartala, West Tripura on 25-04-2024. Biswajit Majumder and Biswajit Majumdar both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Smt. Mithu Biswas Majumdar W/o Sri Biswajit Majumder resi- dent of North Jolaibari, PO-Jolaibari, PS-Baikhora, Dist-South Tripura, Pin-799141 do hereby declare that I have changed my name from Mithu Biswas Majumdar to Mithu Biswas Majumder and hence-forth I shall be known as Mithu Biswas Majumder in all pur-pose, vide affidavit no 296/APR/24 sworn be- fore the Notary Public at Agartala, West Tripura on 25-04-2024. Mithu Biswas Majuder and Mithu Biswas Majumdar both are same and one identi-cal female person.

AFFIDAVIT

I, Sri Majumder, Biswajit S/o-Sri Niranjan Majumder, resi- dent of North Jolaibari, PO-Jolaibari, PS-Baikhora, Dist-South Tripura, Pin-799141 do hereby declare that I have changed my son's name from Aditya Majumdar to Aditya Majumder and henceforth he shall be known as Aditya Majumder in all pur-pose, vide affidavit no 296/APR/ 24 sworn before the No- tary Public at Agartala, West Tripura on 25.04.2024. Aditya Majumder and Aditya Majumdar both are same and one idendical male child person i.e. my mi- nor child.

খেলাধুলা

মাস্টার স্পোর্টস উইং থেকে নেপালে সাফল্য অর্জনকারী অ্যাথলেটরা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী অ্যাথলেটরা সংবর্ধিত হলেন। রবিবার বিকেলে মাস্টার স্পোর্টস উইং এর পক্ষ এক আরম্ভর পূর্ণ অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী এথলেটদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৫ থেকে ৩০ মার্চ নেপালের পোখরা স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত নেপাল ইন্টারন্যাশনাল গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের হয়ে ত্রিপুরার ৪৬ জন অ্যাথলেট অংশ নিয়েছিলেন।

তাদের থেকে অধিকাংশ এথলেটরা নিজ নিজ ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয়ের মতো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা ৭৩ টি স্বর্ণপদক, সাতটি রৌপ্য পদক এবং চারটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে মোট ৮৪টি পদক অর্জন করে রাজ্যে ফিরেছেন।

চেয়ারম্যান বিকে ডা: জ্যোতিশ্বর সেন এর পৌরহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এথলেটদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, সহ অধিকর্তা ধিমান বিশ্বাস, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সেক্রেটারি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শুরুতে স্বাগত ভাষণ রাখেন মাস্টার্স স্পোর্টস উইং এর সাধারণ সম্পাদক প্রিয় লাল সাহা। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ প্রত্যেকেই সাফল্য অর্জনকারী খেলোয়াড়দের হাতে নেপাল থেকে পাঠানো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার স্মারক স্বরূপ কিটসও গিফট হ্যাম্পার তুলে দেন।

সবশেষে সংস্থার সভাপতি শ্রীমতি জবা পাল দত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

শ্রীদামের কাছেই আটকে জয়নগর জয়ী সংহতি সেমিফাইনালে পৌঁছুলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্রীদাম একাই যেন একশ। বোলিংয়ে পাঁচ উইকেট ২৬ রানের বিনিময়ে, ব্যাটিংয়ে অর্ধশত রান। দুই মিলে দলকে জয়ী করে সেমিফাইনালে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায় শ্রীদাম। সংহতির কাছে আটকে গেল জেসিসি দল। যাওয়া হলো না তপন স্মৃতি ক্রিকেটের সেমিফাইনালে। রবিবার পিটিএ মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। টস জিতে এদিন সংহতি শিবির প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটাকে বেশ ভালোই কাজে লাগায় জেসিসি দল। যদি ও নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলতে পারেনি জেসিসি শিবির। ৪৭.৩ ওভার খেলে ১০ উইকেটের বিনিময়ে জেসিসির স্কোর দাঁড়ায় ১৯১ রানে। ব্যাট হাতে জেসিসির হয়ে হিমাংশু সিং ৪৩, পলব দাস ১৮, নিরুপম সেন ৩৮,পারভেজ সুলতান ২৪, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২০ রান করে।

শেষে বিপিন শর্মা নট আউট থেকে গেল ৯ রানে। অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৫ রানের। বলে সংহতির হয়ে একা শ্রীদাম পালই ২৬ রান দিয়ে তুলে নিলো ৫টি উইকেট। এছাড়া অমরেশ দাস ২টি এবং একটি করে উইকেট নেয় অমিত আলী, সম্রাট সূত্রধররা। জয়ের জন্য সংহতির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৯২ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল ৪২.২ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বলের পর এবার ব্যাটে ও শ্রীদাম পাল নজর কাড়ে। শ্রীদাম অনবদ্য মেজাজে ৫০ রান করে। এছাড়া অমিত আলী ৩৩, জয়দীপ বণিক ২৬, রানা দত্ত ১৮, সম্রাট সূত্রধর ১৭, চিরঞ্জিত পাল ১০, অমরেশ দাস নট আউট ১৮ ও পূজন দেবনাথ ৭ রানে অক্ষত থেকে দলকে এই জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। জেসিসির হয়ে বল হাতে পারভেজ সুলতান ৪টি, অনিকেত শর্মা ২ টি উইকেট নিলে ও তা দলের পরাজয় আটকাতে পারেনি। সুবাদে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল সংহতি দল। আগামীকালও টুর্নামেন্টের দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ রয়েছে।

তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটে বিসিসিকে হারিয়ে স্কুলিঙ্গ শেষচারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবকে নকআউট করেই সেমিফাইনালে পৌঁছুলো স্ফুলিঙ্গ। প্রত্যাশিত ভাবেই তপন স্মৃতি নক আউট ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল স্ফুলিঙ্গ দল। রবিবার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে এমবিবি স্টেডিয়ামে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব মুখোমুখি হয় বিসিসি দলের। ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৩ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো বিসিসিকে। টস জিতে বিসিসি দল প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৫০ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ১৭৩ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে দীপঙ্কর ভটনাগর সর্বাধিক ৫৬ রান করে। এছাড়া রণদীপ পাল ৪৫, সম্রাট বিশ্বাস ২৩, পরমজিত ঘোষ ১৮ রান করে। বলে স্ফুলিঙ্গের হয়ে দুর্লভ রায় ২৬ রানে ৪টি উইকেট নেয়। এছাড়া দৈপায়ন ভট্টাচার্য ২ টি এবং একটি করে উইকেট নেয় বৈভব পাল, লক্ষণ পাল, মিজানুর রহমান ও অজয় সরকাররা। জয়ের জন্য স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৭৪ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল ৩৭ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। বিজয়ী দলের পক্ষে দুর্লভ রায় সর্বাধিক ৫১ রান করে। এছাড়া ব্যাট হাতে স্ফুলিঙ্গ দলের হয়ে দৈপায়ন ভট্টাচার্য নট আউট ২৬, অজয় সরকার ২৫,জয় কিষান সাহা ২৪, সৌরভ পাল ১৩, রান করে। অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৬ রানের। বলে বিসিসির হয়ে পামির দেবনাথ তিনটি এবং সুব্রত চক্রবর্তী ২ টি উইকেট নিলে ও তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি। বিজয়ী দলের দুর্লভ রায় ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

প্রান্তিকে পঞ্চম ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রান্তিকে পঞ্চম ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধলেশ্বরস্থিত প্রান্তিক ক্লাবে হয়েছে এই আসর। রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান, সচিব, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব, যুগ্ম সচিব প্রমুখ। উদ্যোক্তা সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত এর সভাপতিত্ব করেন।

সহ-সভাপতি এবং ২৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। দুপুর আড়াইটায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সভাপতি সরযু চক্রবর্তী। আসরে ৭ জেলার প্রায় ৩ শতাধিক খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে। শনিবার বিকেলেই বিভিন্ন মহকুমার খেলোয়াড়রা রিপোর্ট করেছিল। সাব-জুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র - এই তিন বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫ মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে উৎসব। ওই আসরে অংশ নিতে ৬ সদস্যের ত্রিপুরা দল এবারের আসর থেকে বাছাই করা হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার সচিব রবিবারে প্রান্তিকে স্পোর্টস ক্যারাটে প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পরবর্তী সময়ে জাতীয় আসরের জন্য গঠিত রাজ্য দল ঘোষণা করা হবে বলে সংবাদ সূত্রে খবর রয়েছে।

জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ সাফল্য রাজ্য দলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর শহরে অল নাগাল্যান্ড ক্যারাটে ডু অসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ২৫ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী নবম আই এস কে এফ ন্যাশনাল ক্যারাটে ডু চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪।ক্যারাটে ইন্ডিয়া অরগানাইজেশন অনুমোদিত এই জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা থেকে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩০ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের খেলোয়াড়রা দুর্ধর্ষ লড়াই করে রাজ্যের জন্য ১০টি স্বর্ণ সহ সর্বমোট ৫৭টি পদক অর্জন করে ও অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে।পদক তালিকা অনুযায়ী ত্রিপুরা ক্যারাটে টিম দ্বিতীয় রানার্স আপ ট্রফি অর্জন করে ইতিহাস রচনা করে। রাজ্য দলের হয়ে কুমিটি বিভাগে পদকজয়ী খেলোয়াড়দের মধ্যে স্বর্ণপদক জয়ীরা হলেন বিশ্বশ্রী দাস, চিরস্মিতা ভৌমিক, শিবাঙ্গি দাস, সমর্পিতা দেব, বিরাজ বণিক, আর্যবির সরকার, অম্বিকা নাহা, দেবলীনা সরকার। রুপো পদক জয়ীরা হলেন, প্রগতি ভট্টাচার্য, কাশনি কর, মৃন্ময়ী সূত্রধর, অনন্যা দাস, অংশুমান লস্কর, অদ্রি রায় চৌধুরী, শ্রাবণী দাস, রাজা কর, সৌরভ সেন, মোনালিসা বিশ্বাস, তন্মি দাস রশমি দাস। ব্রোঞ্জ জয়ীরা হলেন অনন্যা দেব, পরিধি সূত্রধর, রাজ রুদ্রাক্ষী চৌধুরী, প্রগতি ভট্টাচার্য, স্বরূপ সূত্রধর, কুলদীপ দাস, দ্বৈপায়ন মালাকার, আরুশি রায়, শ্রাবণী দাস, রাজা কর, সৌরভ সেন, পঙ্কজ রায় অরবিন্দ পাল। অপরদিকে কাতা বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ীরা হলেন মৃন্ময়ী সূত্রধর ও আংশুমান লস্কর। রুপো পদক জয়ীরা হলেন প্রগতি চৌধুরী, কাশনি কর, মৃন্ময়ী সূত্রধর, বিশ্বশ্রী ভৌমিক, চিরস্মিতা ভৌমিক, শিবাঙ্গি দাস, বিরাজ বনিক, আর্যভির সরকার ও রাজা কর। ব্রোঞ্জ পদকজয়ীরা হলেন অনন্যা দেব, রাজ রুদ্রাক্ষী চৌধুরী, পরিধি সূত্রধর, অনন্যা দাস, অদ্রি রায় ভট্টাচার্য, স্বরূপ পোদ্দার, কুলদীপ দাস, দ্বৈপায়ন মালাকার, আরশি রায়, দেবলীনা সরকার, শ্রাবণী দাস, সৌরভি সেন ও মোনালিসা বিশ্বাস।রাজ্য ক্যারাটে দলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে সারা রাজ্যের ক্যারাটে খেলোয়াড় ও অভিভাবকদের মনে খুশির হাওয়া বইছে ন এই সাফল্যের নিরিখে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে পদকজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়দের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

অনূর্ধ ১৭ রাজ্য দাবায় দিগন্ত, আরাধ্যা চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। দীগন্ত রায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেবাংকুর ব্যানার্জি পেয়েছে রানার্স খেতাব। অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায় ওপেন বিভাগে দিগন্ত রায় সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সমসংখক পয়েন্ট পেলেও বোর্ড ভিত্তিক পয়েন্টের হিসেবে দেবাংকুর ব্যানার্জি পেয়েছে রানার্স খেতাব। সোহম নাগ তৃতীয়, সম্রাট সাহা চতুর্থ এবং অন্তরীপ আচার্য পঞ্চম স্থান পেয়েছে। একইভাবে আদ্রস কর্মকার, পৃথ্বীরাজ সাহা, সুদীপ্ত রায়, অভ্রনীল দে এবং স্বস্তিক মজুমদার যথাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম স্থান পেয়েছে।

একই উদ্যোগে আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগের প্রতিযোগিতায় আরাধ্যা দাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চার রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় আরাধ্যা সাড়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। একান্তিকা সরকার পেয়েছে রানার্স খেতাব।

আদ্রিজা দেবনাথ তৃতীয়, অঙ্কিতা সরকার চতুর্থ এবং রাধিকা মজুমদার পেয়েছে পঞ্চম স্থান। একইভাবে নিলাক্ষী দেবনাথ, সমৃদ্ধি ঘোষ, আদ্রিজা সাহা, নভয়া দে ও অবন্তিকা চক্রবর্তী যথাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, সেরা দাবারুদের নিয়ে রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে আগামী ১৫-২৩ জুলাই চন্ডিগড়ে আয়োজিত জাতীয় দাবার আসরে অংশ নেওয়ার জন্য।

প্রয়াত হলেন রাজ্যের আরও একজন রেফারি হরি শর্মা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দীর্ঘদিন ফুটবল মাঠে বাঁশি বাজিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ফ্ল্যাগ হাতে লাইনম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন। সেই হরি শর্মা, ফুটবল মাঠের এক পরিচিত মুখ। না ফেরার দেশে চলে গেলেন রাজ্যের অন্যতম একজন প্রাক্তন রেফারি হরি শর্মা। রবিবার দুপুরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। রাজ্যের এমন কোনো মাঠ নেই যেই মাঠে হরি শর্মাকে দেখা যায়নি ফুটবলে রেফরিং করতে। ভীষণই দারুন মনের মানুষ ছিলেন হরি শর্মা। বেশ কিছুদিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তবে তা সারিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টায় ছিলেন তিনি।তবে শেষ পর্যন্ত আর এই যুদ্ধে জিততে পারলেন না হরি বাবু। রবিবার আচমকাই ওনার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। জিবিতে নেবার সময়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। তাঁর এই মৃত্যুতে ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশনের তরফে শোক ব্যক্ত করলেন সচিব নারায়ণ দে।অন্যান্য রেফারিরা ও ওনার বিদেহী আত্মার প্রতি শোক জ্ঞাপন করলেন। রবিবার তাঁর মৃতদেহ জিবিতে মর্গেরাখা হয়েছে।সোমবার বটতলা মহা শ্মশানে ওনার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হবে।

রেফারি হরি শর্মার প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের প্রাক্তন সভাপতি, প্রশিক্ষক হরি শর্মা রবিবার বেলা ১টা ৩০ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন।

১৯৭৫ সালে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারে দীপক চক্রবর্তীর প্রশিক্ষণে যোগ দেন হরি শর্মা। কোচিং সেন্টারের দলের হয়েই প্রথম অংশ নেন সানীয় লিগ ফুটবলে। সেখান থেকে সপ্তসিন্ধু, এগিয়ে চল, বীরেন্দ্র ক্লাবে দাপটের সাথে খেলেন। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর উমাকান্ত কোচিং সেন্টারে ছোটদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেন। সেইসাথে ক্লাব ও রাজ্যদলের প্রশিক্ষণে সাফল্য অর্জন করেন।

সেই সাথে সুনামের সাথে রেফারিং করেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ‘শুভ অক্ষয় তৃতীয়া’

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। ৩০ এপ্রিল থেকে ১১ মে ২০২৪ পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করছে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব।

অক্ষয় তৃতীয়া দিনটিকে হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত শুভ দিন হিসেবে মনে করা হয়। ”অক্ষয়-তৃতীয়া”, যার অর্থ হলো ”অফুরন্ত সম্পদের তৃতীয় দিন”। এটি একটি অত্যন্ত শুভ উপলক্ষ কারণ এই দিনে অনেকগুলি ঐশ্বরিক ঘটনা ঘটেছিল।

মহাভারত অনুযায়ী, এই দিনে পাণ্ডবরা যখন বনবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাতে অক্ষয় পাত্র তুলে দিয়েছিলেন। এই অক্ষয় পাত্র কখনও খালি হত না। তা সবসময়ই খাবারে পবিপূর্ণ হয়ে যেত। এই দিনেই পুষ্টি ও অন্নের দেবী ”দেবী অন্নপূর্ণা” জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুবের”কে সম্পদের দেবতা হিসাবে এই দিনেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই দিনেই পবিত্র গঙ্গা নদী পৃথিবীতে নেমে এসেছিল। কিংবদন্তি অনুসারে, এই দিনেই মুনি বেদব্যাস গণেশকে মহাভারত বলতে শুরু করেন আর তাই শুনে গণেশ মহাভারত মহাকাব্য লিখতে শুরু করেন।

এই সবকিছুই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সেই অনুযায়ী এই দিনটি অত্যন্ত শুভ। অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবী লক্ষ্মীর পুজোরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই এই দিনে সোনা, হিরের গয়না কেনাও শুভ বলেই ধরা হয়। যাতে সেই গয়নার চমকের মতো পরিবারের সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্যও সারা বছরের মতো সঙ্গী হয়।

প্রতিবছরের মতো এবারও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপন করছে। যেখানে গ্রাহকরা এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বিশেষ অফার যেমন পাবেন তেমনই সোনা ও হিরের নতুনত্ব ও অভিনব বিশাল সম্ভার থেকে নিজেদের পছন্দসই গয়না কিনে এই উৎসবের আনন্দকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ‘শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব’ উপলক্ষে যেসব অফার রেখেছে :

যে কোনো গয়নার দোকান থেকে কেনা পুরোনো হলমার্ক সোনার গয়নার বদলে নতুন গয়না কেনার ক্ষেত্রে থাকছে ১০০ এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার।

সোনার গয়না কেনাকাটার ক্ষেত্রে প্রতি গ্রামে থাকছে ২৭৫ টাকা ছাড়। হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে থাকবে ১০০ ছাড়।

প্রতিদিনের লাকি ড্র তে থাকবে সোনার কয়েন।

মেগা ড্র হিসেবে থাকছে ৩টি স্কুটি জেতার সুযোগ।

সব মিলিয়ে অক্ষয় তৃতীয়ায় গ্রাহকদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় উপহারের ডালি সাজিয়ে রাখছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স।

এছাড়া সোনায় সোহাগা (সোনা ও হিরের গয়না কেনাকাটার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট স্কিম) , সাধ্যের মধ্যে চোখ ধাঁধানো হিরের গয়নার সম্ভার যেমন থাকছে তেমনি জিএসআই ও আইজিআই সার্টিফাইড যুক্ত গ্রহরত্ন, রুপো ও সোনার কয়েন এবং বাসনপত্রও থাকবে।

এছাড়া অনলাইন পরিষেবাতেও এই সব অফারের সুযোগ গ্রাহকরা পাবেন। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে, আজ প্রেস প্রিভিউতে টলিউড তারকা অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলা এই বছরের অক্ষয় তৃতীয়ার সোনার ও হিরের সম্ভারের উন্মোচন করেন। তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি দিনটিতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল।

অঙ্কুশ এক্সক্লুসিভ মেন”স ক্লাব কালেকশনের যে রিস্টলেট আর গলার চেইন পরেছিলেন তা দেখিয়ে আনন্দের সঙ্গে বলেন, ”আমি এখন পর্যন্ত যা গয়না দেখেছি তার থেকে এই রিসলেট ও চেইন একেবারে আলাদা। আমি এগুলো পরতেও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কারণ এই ধরনের গয়না আমার ব্যক্তিত্বকে এক অন্য মাত্রায় পৌছে দেয়।”

ঐন্দ্রিলা বলেন, ”আমার মা এবং আমি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের নিয়মিত গ্রাহক। আমার মা ঐতিহ্যবাহী সোনার গহনা ”শক্তিরূপিনী” কালেকশনটি ভীষণ পছন্দ করেন। আমি আদিকৃতি, বিষ্ণুপুর এবং সমুদ্র” র মতো এক্সক্লুসিভ ডিজাইন, হ্যান্ড ক্রাফটেড সোনার গয়না ভীষণ পছন্দ করি।” ঐন্দ্রিলা আরো বলেন, ”আজ যে হিরের নেকলেসটা আমি পড়ে রয়েছি এটাও এক্সক্লুসিভ কালেকশন।”

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর কর্ণধার রূপক সাহা বলেন, ”আমরা সবাই জানি, সোনা খুবই শুভ। তাই এরকম শুভ দিনে সোনা কিনে তার উজ্জ্বল ছটায় আমাদের জীবন, পরিবার পবিপূর্ণ করতে সকলেই চাই। এতে পরিবারে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি আসে।”

এই প্রতিষ্ঠানের আরেক কর্ণধার অর্পিতা সাহা জানান, ”এবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় হিরে ও সোনার নতুন নতুন কালেকশনে আমাদের শোরুম ঝলঝল করছে। এছাড়া প্রতিবছরের মতো প্রচুর উপহার ও অফারও থাকছে।” শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফারটি ৩০ এপ্রিল থেকে ১১ মে পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর ত্রিপুরার আগরতলা ও উদয়পুর শোরুম এবং কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) সবকটি শোরুমে চলবে। এছাড়া শনি ও রবিবার সব শোরুমই পুরো দিন খোলা থাকবে। তাহলে দেখা হবে দেবী লক্ষীর আশীর্বাদে আপনার জীবনও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক !!

মিশন মোডে আভোকাড করার উদ্যোগ ন্যাশনাল হেলথ মিশনের চলছে এইচপি আর এবং এইচএফআর এর নথিভুক্তকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। মিশন মুডে আভা কার্ড করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে ন্যাশনাল হেলথ মিশন। পাশাপাশি এই অ্যাপে যুক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন ফার্মেসি, ল্যাবরেটরি, নার্সিংহোম সহ ডাক্তার ও নার্সদের। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মিশন ডাইরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস এমনটাই জানালেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মিশন ডাইরেক্টর জানান আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা বলে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রবিবার আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন রাজ্য শাখার ব্যবস্থাপনায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ডাক্তার, নার্স এবং বিভিন্ন ল্যাবরেটরি, নার্সিংহোম, ফার্মেসি এর প্রতিনিধিদের সাথে এক বিশেষ রেজিস্ট্রেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে।

এই নথিভুক্তকরণ কর্মসূচিতে হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি রেজিস্ট্রেশন এবং হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন করানো হয়।রবিবার বিভিন্ন ফার্মেসিকে এর আওতাধীন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিশন ডাইরেক্টর।

তিনি আরো বলেন এই রেজিস্ট্রেশন এর ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা বেসরকারি সহ আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে নাগরিকদের ডিজিটাল পরিষেবা প্রদান করতে আভা অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে। এই আভা অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এখন ডাক্তারদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন বাড়িতে বসেই। আভা নম্বরের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি জনগণ নিজেদের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ডিজিটাল ভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন।

এবং পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে সেটিকে ব্যবহারও করতে পারবেন। এছাড়াও এই অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন সাধারণ নাগরিক। যা অত্যন্ত সময় উপযোগী বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন মিশন ডাইরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের নিকট ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি সিপিআইএমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ এপ্রিল ।। কমলপুর এলাকায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের নিকট ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানালো সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটি। সিপিআইএম এর তরফে অভিযোগ করে বলা হয়, কমলপুর মহকুমায় কমলপুর ও সুরমা বিধানসভার ১১৮টি এবং আমবাসা বিধানসভার ১০টি বুথ নিয়ে ১১৮টি বুথের মধ্যে ৪০টি বুথে ইন্ডিয়া মঞ্চের বামফ্রন্ট প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেলা ২টার পর কয়েকটি বুথে পোলিং এজেন্ট তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের পরিবেশ না থাকায় বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। কয়েকটি বুথে পোলিং এজেন্ট বুথ কেন্দ্রে ঢোকার পথে শাসকদলের দুর্বৃত্তরা পথ আটকে কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এমনই অভিযোগ বিরোধীদের। ভোটের আগের ২ রাতে সম্ভাব্য পোলিং এজেন্টদের বাড়ি এবং ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে যেন তারা বুথ কেন্দ্রে না যান। তারপরেও সাহস করে এই সমস্ত এজেন্ট এবং ভোটারদের উল্লেখযোগ্য অংশ বুথ কেন্দ্রে গিয়ে এজেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন এবং পবিত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।শাসকদল নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণভাবে সফল করতে পারে নি।ভোটের দিন রাতে সালেমা বাজারে সি পি আই (এম) কর্মী তাপস দাস শারীরিকভাবে আক্রান্ত হলে কুলাই হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। সালেমা বাজারের পূর্বদিকে রতন দাস নামে অন্য একজন পার্টি কর্মীর বাড়িতে রাত ৯টায় তার ঘরের দরজা ভেঙে তাকে ঘর থেকে বের করে মারাত্মকভাবে আক্রমন করলে রাতেই তাকে কুলাই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।শনিবার সকালে সালেমা বাজারে পার্টি সমর্থক অসীম দেবনাথকে আক্রমন করে তার মোবাইল নিয়ে যায় এবং সে দৌড়ে অন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সে পেশাগত কারণে আগরতলা থাকে। আর ভোট দেওয়ার জন্য সালেমায় আসে। এছাড়াও যারা হুমকি উপেক্ষা করে এজেন্ট হয়েছিল এবং ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে।সি পি আই (এম) কমলপুর মহকুমা কমিটি এই সমস্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানোর পাশাপাশি সুস পরিবেশ তৈরীর জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট দাবি জানিয়েছে।

তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করেই কাঠফাটা রোদে গ্রাহকদের পরিষেবা দিচ্ছেন বিদ্যুৎ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। একদিকে প্রখর রোদ সাথে সীমাহীন গরম। যে গরমে মানুষ বিনা কারণে ঘর থেকে বের হতেও চাইছে না। প্রখর রোদ এবং গরম থেকে কিভাবে নিজেকে সুস্থ রাখা যায় বারবার সে বিষয়ে সচেতন করছে। সেই সচেতনতাকে উপেক্ষা করেই মানুষকে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে এই প্রখর রোদ এবং গরমের মধ্যেই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন বিদ্যুৎ কর্মীরা। সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোদ এবং গরমকে সঙ্গী করে মানুষকে সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এমনই এক দৃশ্য পরিলক্ষিত হল সেকেরকোট বিদ্যুৎ নিগম অফিসের কর্মীদের। বিদ্যুৎ কর্মীরা প্রখর রোদ এবং গরমকে উপেক্ষা করে বৈদ্যুতিক লাইনে এমনকি মানুষের বাড়িঘরে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। যেখানে এই প্রখর রোদে মানুষের ত্রাহী ত্রাহী অবস্থা সেই জায়গায় দাড়িয়ে বিদ্যুৎ কর্মীরা মানুষকে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিচ্ছে। রবিবার দুপুরে এই প্রখর রোদকে উপেক্ষা করে সেকেরকোট বিদ্যুৎ নিগম অফিসের কর্মীরা কাঞ্চনমালা এলাকায় এক বাড়িতে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান করতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেকেরকোট বিদ্যুৎ নিগম অফিসের শ্যামল সেন নামে কর্মী কোন এক দুর্ঘটনায় একটি হাত হারিয়ে ফেলেছিলেন তারপরেও মানুষকে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে একহাত নিয়েই এই প্রখর রোদে কাজ করে চলেছেন। শ্যামল সেন জানিয়েছেন বিদ্যুৎ দপ্তর তাদেরকে রেখেছে মানুষকে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে। তাই তাদের কাছে শীত গরম, রাত দিন, গ্রীষ্ম বর্ষা বলতে কিছুই নেই। তারা সব সময় মানুষের বিদ্যুৎ সমস্যাকে সমাধান করে থাকেন।

তিনি এদিন বলেন বিদ্যুৎ গ্রাহকদেরও বুঝতে হবে তাদের সমস্যার কথা। তারা সব সময় মানুষের বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করে থাকেন এর মধ্যে কারোর সমস্যা সমাধান হতে কিছুটা সময় লাগে আবার কারোর সমস্যা সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান হয়ে যায়। তবে তারা সব সময় চেষ্টা করে থাকেন খুব শীঘ্রই যেন মানুষ বিদ্যুৎ সমস্যা থেকে সমাধান পেতে পারে। বিদ্যুৎ কর্মী শ্যামল সেন বুঝাতে চেয়েছেন তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে থাকে না কোন না কোন পাড়ায় তারা বিদ্যুৎ সমস্যার কাজে নিয়োজিত থাকেন তাই বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ও যেন তাদেরকে সমস্যার সমাধানের কিছুটা সময় দেয়। মানুষ যেন কখনো বিদ্যুৎ কর্মীদেরকে ভুল না বুঝে সেই অনুরোধও রাখেন তিনি।

বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল ।। বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন একজন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার মাতাবাড়ি ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইক দ্রুতগতির কারণে একটি গাড়িকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন বাইক আরোহী। তড়িঘড়ি প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছেন আর কি পুর থানার পুলিশ। বাইক এবং গাড়ি দুটোকেই পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় উভয় যানবাহনেরই ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। বেলা সাড়ে ১১ টায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় সভার কাজ। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি সাজ্জাদ আলি, বরিষ্ঠ সাংবাদিক স্রোতরঞ্জন খিসা, অরুণ নাথ, সঞ্জীব দেব, সমীর পাল, চিত্রা রায়কে সভাপতিমণ্ডলীতে রেখে শুরু হয় সভা।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও ক্লাবের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে।

এই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের উপর আলোচনা করেন প্রবীণ ও নবীন মিলে ১৬ জন সাংবাদিক। আলোচনা শুরু করেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক স্রোত রঞ্জন খিসা। তাছাড়া বরিষ্ঠ সাংবাদিক চিত্রা রায়, শেখর দত্ত, সমীর পাল, সঞ্জীব দেব, সমীর ধর সহ বিশিষ্ট সাংবাদিক উত্তম চক্রবর্তী, সুপ্রভাত দেবনাথ, দেবাশীষ মজুমদার, সুভাষ দাস, সুতপা গুহ, মেঘধন দেব, চন্দ্রিমা সরকার ও সমীর দেব্বর্মা সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর খোলামেলা আলোচনা করেন। আলোচনা করেছেন সহযোগী সদস্য পারিজাত দত্ত এবং হরিহর দেবনাথ। সকলেই মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

জবাবী বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাধারণ সভার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলো বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন সম্পাদক। গত এক বছর সকল সদস্য সদস্যা ক্লাব পরিচালনায় যেভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

এদিনের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গৌতম দাস, পরিতোষ বিশ্বাস, বরিষ্ঠ সদস্য দুলাল চক্রবর্তী, পার্থ সেনগুপ্ত, দেবাশীষ বড়ুয়া, তরুণ সাংবাদিক কনাদ মোদক এবং দুই সহযোগী সদস্য কল্যাণ গুপ্ত ও সুশান্ত দেববর্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। স্মৃতিচারণ করে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য সদস্যা দাঁড়িয়ে কিছু সময় মৌন হয়ে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

চাইল্ড লাইনের হস্তক্ষেপে ভেস্তে গেল নাবালিকা বিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ এপ্রিল ।। চার লাইনের হস্তক্ষেপে পুনরায় এক নাবালিকার বিয়ে আজকে গেল। গোপন খবরের প্রশাসনিক আধিকারিকরা ওই নাবালিকার বাড়িতে যায় রবিবার। জানা গেছে আগরতলার এক ছেলের সঙ্গে তেলিয়ামুড়ার মোহরছড়ার এক নাবালিকার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল রবিবার। এই খবর জানতে পেরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার ডিসিএম সহ চার লাইন আধিকারিকরা ওই নাবালিকার বাড়িতে পৌঁছায়। জানা গেছে ওই নাবালিকা নবম শ্রেণীতে পাঠরতা। বাড়ির প্রত্যেকের উপস্থিতিতেই ঘটা করে ওই নাবালিকাকে এক যুবকের সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই খবর পেয়ে খোয়াই চাইল লাইনের প্রচেষ্টায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সম্মিলিতভাবে দিন অভিযান চালায়। যদিও চার লাইনের উপস্থিতি টের পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল নাবালিকার পরিবারের লোকজন। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করো নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তবে বিয়ে বাড়িতে সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি বাজেয়াপ্ত করেছে প্রশাসন। পরবর্তীতে কোনভাবে এই বিয়ে দেওয়া হয় কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

নাবালিকা গণধর্ষণ কাণ্ডে গ্রেফতার আরো তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। চা বাগানে নাবালিকা গণধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার হয়েছে আরও তিনজন অভিযুক্ত। এই ঘটনায় শ্রীনগর থানার পুলিশ ইতিমধ্যে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য শ্রীনগর থানার অন্তর্গত জম্পুইজলা গঙ্গারামপাড়ার চা বাগানে গত ১৩ এপ্রিল ঘটেছিল এই বর্বরোচিত ঘটনাটি। এদিন আমবাসা এবং খুমলুঙ্গের দুই নাবালিকাকে সাত যুবক মিলে গণধর্ষণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে ঘটনাস্থল থেকে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচে দুই নাবালিকা তাদের বাড়িতে পৌঁছে অভিভাবকদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল শ্রীনগর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ।

প্রথম ধাপে পুলিশ মোট চারজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে আরো তিনজনের হদিস মেলে। পরবর্তীতে গত শনিবার আরো তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গেছে অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজন নাবালক এবং চারজন সাবালক।

বাঁকুড়ায় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও দাবানল সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার

বাঁকুড়া, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বাঁকুড়া জেলা জুড়ে প্রবল তাপপ্রবাহের কারণে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার্থে একটি বিশেষ সচেতনবার্তা প্রচার করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে জঙ্গলে আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই জঙ্গলে আগুন লাগলেই অতি দ্রুত সাধারণ মানুষকে বিষয়টি নিকটবর্তী প্রশাসনের নজরে আনার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়াও জঙ্গলে পড়ে থাকা শুকনো পাতার উপর জ্বলন্ত বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি না ফেলার অনুরোধ জানানো হয়। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন আগে শুশুনিয়া পাহাড় এলাকা সহ বেশ কিছু জঙ্গলে হঠাৎ করে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ জঙ্গলে আগুন লাগানোর কাজে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ ওঠেছিল। এদিন জঙ্গলে আগুন লাগানো একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এই সতর্কতার কথা প্রচার করা হয়। এছাড়া প্রচারের মাধ্যমে বলা হয় যে জীব বৈচিত্রের ক্ষতিসাধন হয় এমন কোনও কাজই করা উচিত নয়। কারণ জঙ্গলে আগুন লাগার ফলে বিভিন্ন জীবনদায়ী গাছ, ঔষধি ও নিরীহ বন্যপ্রাণীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এই তীব্র দাবদাহে নিজেদের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদেরও যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কথা তুলে ধরা হয়।

রচনার সমর্থনে পথযাত্রায় দেব

হুগলি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : পান্ডুয়ায় লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে শনিবার পথযাত্রা করলেন অভিনেতা-নেতা দেব। পাণ্ডুয়া কলবাজার থেকে কাকুলি সিনেমা হল পর্যন্ত বিশাল শোভাযাত্রা করে তৃণমূল। তাতে তৃণমূল নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা নেতৃত্ব।এই মিছিলে মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষ অংশ নেন । এছাড়া পান্ডুয়া ব্লক তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরাও হাঁটেন। দেবের সঙ্গে ছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্ডুয়ার বিধায়ক রত্না দে এবং অসীমা পাত্র ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারীর (দেব) শোভাযাত্রার জন্য পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। হুগলি গ্রামীন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছাড়াও মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

সারগাছির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১২৫ তম বর্ষপূর্তিতে ডাক বিভাগের স্পেশাল কভার

মুর্শিদাবাদ, ২৮ এপ্রিল, (হি.স.): সারগাছির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারগাছি আশ্রম ডাকঘর প্রাঙ্গণে শনিবার একটি স্পেশাল কভার উন্মোচন করেন ডাক বিভাগের কলকাতা রিজিয়নের পোস্টমাস্টার জেনারাল সঞ্জীব রঞ্জন।সাম্প্রতিককালে জনগণের মধ্যে, বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, ফিলাটেলির (ডাকটিকিট সংগ্রহ) প্রচারে ডাকবিভাগের বিশেষ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। সেক্ষেত্রে স্পেশাল কভার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রী রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অখন্ডানন্দজী মহারাজ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সারগাছিতে দুঃস্থ ও গরিব মানুষের সেবার উদ্দ্যেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি এবং ভারতীয় ডাকবিভাগের মত দুই ঐতিহাসিক সংস্থার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই স্পেশাল কভার উন্মোচন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।